৪৩ তম BCS প্রিলি

ফুল কোর্স

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার: ১৪

Topic:

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ, জাতীয় পুরস্কার, বাংলাদেশের খেলাধুলা ও চলচ্চিত্র ও গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

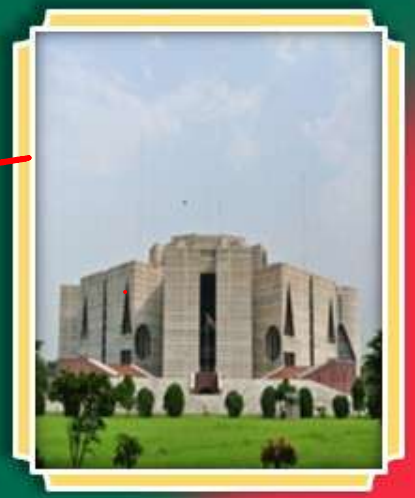
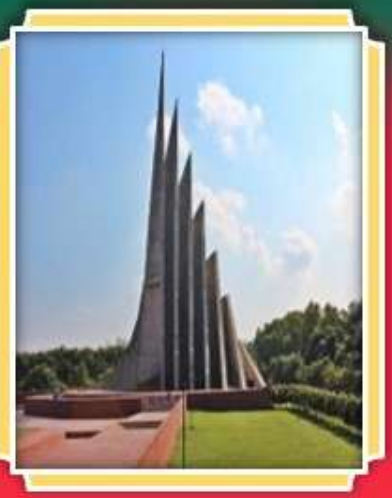
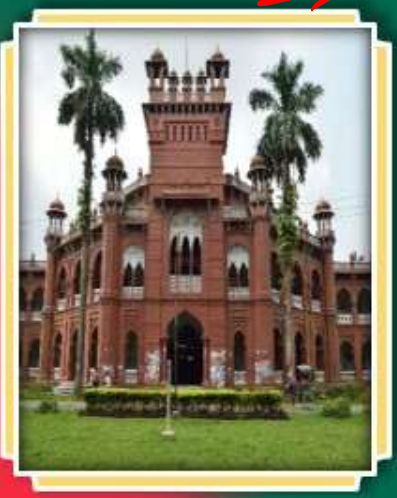

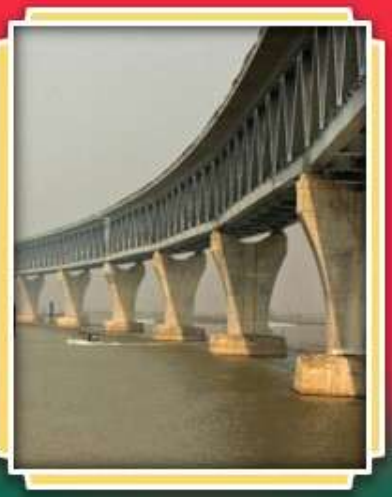
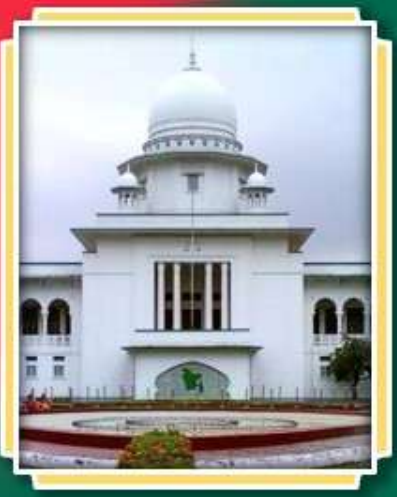

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

বাংলাদেশ বিষয়াবলি-১৪

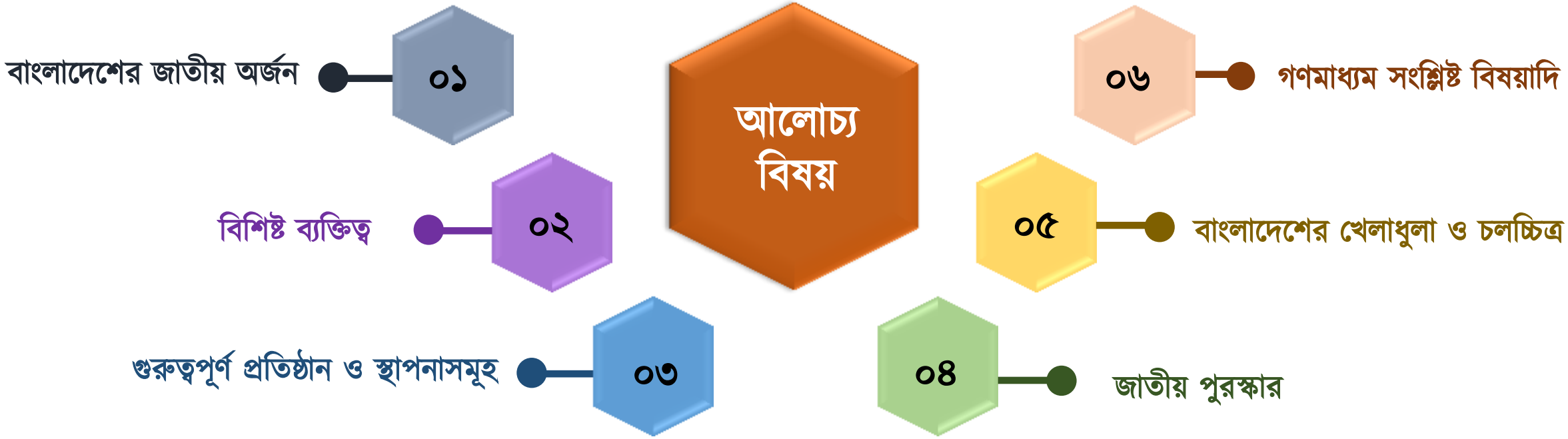

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট-প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে তার ভূমিকা, জনবহুল দেশে নির্বাচন পরিচালনায় স্বচ্ছতা আনয়ন, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো কার্যক্রম অন্যতম।

শিক্ষা খাতে অর্জন

- বর্তমানে দেশের স্বাক্ষরতার হার ৭৪.৪%
- প্রতিটি উপজেলায় সরকারি কলেজ স্থাপনের লক্ষ্যে তিন শতাধিক কলেজকে জাতীয়করণের কার্যক্রম শুরু।
- শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম।
- নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য স্নাতক (ডিগ্রি) বা সমমান পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তি ব্যবস্থা চালু।
- ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ।
- বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ৯৯ ভাগে উন্নীত।
- "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২' ও শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন'।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) ৫টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও ওঁরাও) মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্জন

- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ওষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী।
- দেশের অভ্যন্তরেই বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার উৎপাদন, ২ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান এবং বিশ্বের ১৬০টি দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে।
- ২০১৬ সালে সর্বোচ্চ মান পেয়ে বিশ্ব সেরা কারখানার মর্যাদা লাভ করে-রেমি হোল্ডিংস লিমিটেড।
- জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান এখন ৩৫ দশমিক ৩৬ শতাংশ, যা তার আগের অর্থবছর ছিল ৩৫ শতাংশ।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন

- বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ১১ মে ২০১৮ প্রথমবারের মতো 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে উৎক্ষপণ করে।
- প্রায় ৪৫০০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র।
- অনলাইনে দ্রুত তথ্য প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশে তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ১৪.৭০ কোটি এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটির বেশি।
- ৮ হাজার ডাকঘরে স্থাপন করা হয়েছে ডিজিটাল সেন্টার। এছাড়া দেশের নানাপ্রান্তে আরো ৫ হাজার ডিজিটাল সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। এই সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে ২০০টির বেশি সরকারি সেবা পাচ্ছে প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষ।
- রপ্তানি খাতে আইটি শিল্পের অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইটের নাম- ব্র্যাক অন্বেষা।
- বাংলাদেশর প্রথম ডিজিটাল জেলা- সিলেট।
- ২০০৯ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ই-পুর্জি চালু করা হয় এবং এর মাধ্যমে চিনি কলের আখচাষীদের স্বল্প সময়ে পুর্জি প্রাপ্তিতে ব্যাপক সাফল্য পরিলক্ষিত হয়। চিনিকল এলাকার সব চাষির জন্যই সময়মতো আখ বিক্রি করতে পারাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য প্রয়োজনীয় চিনিকল কর্তৃপক্ষের দেওয়া অনুমতিপত্রকেই বলে পুর্জি।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

শিশু উন্নয়নে অর্জন:

- সারা দেশে ১৫টি শিশুবিকাশ কন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যাতে দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথশিশুদের সার্বিক বিকাশ ঘটে। এছাড়াও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরো ১১ টি সেন্টার স্থাপনের কাজ শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে প্রতিটি জেলায় এর কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ, কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিশুর সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়।
- নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের প্রয়োজনীয় সকল সেবা একস্থান থেকে প্রদানের উদ্দেশ্যে ৪০টি জেলায় সদর হাসপাতাল এবং ২৯ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (OCC) স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

নারী উন্নয়নে অর্জন

- নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১'।
- ৪০টি জেলায় সদর হাসপাতাল এবং ২৯ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল।
- তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাউথ-সাউথ এওয়ার্ডে ভূষিত।

নারীর ক্ষমতায়নে অর্জন

- বর্তমানে দেশে ৬২ শতাংশ নারী আয়বর্ধক কাজে জড়িত, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ।
- ক্ষুদ্রঋণ, বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে।
- রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, শিক্ষা, সামরিক বাহিনীতে নারীদের অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক।
- প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা আর সংসদের স্পিকার তিনজনই নারী, যা নারীর ক্ষমতায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
- বর্তমানে ২ কোটি নারী কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে নিয়োজিত এবং ৩৫ লাখেরও বেশি নারী তৈরি পোষাক খাতে কাজ করছেন, যা বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্র।
- এ পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার নারী সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে দায়িত্ব পালন করেছেন।
- ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স অনুসারে, বাংলাদেশ নারীদের সামগ্রিক ক্ষমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ায় নেতৃত্ব দানকারী দেশ হিসেবে ১৪৯টি দেশের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ৫ম স্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

প্রবাসী শ্রমিকদের উন্নয়নে অর্জন

- বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে।
- সল্প সুদে অভিবাসন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে এর ৫৪টি শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্য

- স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে 'জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১' প্রণয়ন।
- তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ১৩,৯০৭ টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু।
- ২৭৫টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়।
- নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২১ (২০২০)-এ নেমে এসেছে যা ২০০০ সালে ছিল ৪২.৬।
- দেশের ৬৫% মানুষকে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে।
- মাতৃমৃত্যুর হার এখন প্রতি এক লাখে ১৭৬ জন যা ২০০০ সালে ছিল ৩৯৯ জন।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

- ১৬ কোটি ৯১ লাখ ১ হাজার জনসংখ্যার বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।
- বাংলাদেশের ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ২৬ লক্ষ মেট্রিক টন।
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম আবিষ্কার করেছেন পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং।
- ফসলের জাত উৎপাদনে বাংলাদেশ প্রথম।
- মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ পঞ্চম। সাদপানির মাছে উৎপাদন বাড়ানোর হারে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে।
- চাল উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান- চতুর্থ।
- কাঁচা শাক-সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।

বিদ্যুৎ খাতে সাফল্য

- নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় রয়েছে দেশের মোট জনসংখ্যার ৯৯%।
- বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ-এর গ্রাহক সংখ্যা ৩.৮৯ কোটি।
- মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৫১২ কিলোওয়াট ঘণ্টায় উন্নীত।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৫,২৩৫ মেগাওয়াটে উন্নীত (২০২০ পর্যন্ত)। [সূত্র : powerdivision.gov.bd]

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জন

- হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ২০০৮-২০০৯ সালে এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা, বর্তমানে (২০২০-২০২১) এ কার্যক্রমের বরাদ্দের পরিমাণ ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট সামাজিক নিরাপত্তাখাতে ১,০৭,৬২৪ কোটি টাকা (প্রস্তাবিত)।
- মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৫% জনগণ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় অর্জন

- ভুমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশন-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সংবলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- প্রণীত হয়েছে, "কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভুমি ব্যবহার আইন" [সুত্র: ভূমি অফিস]

মন্দা মোকাবিলায় সাফল্য

- মন্দার প্রকোপে বিশ্ব অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত ছিল বাংলাদেশ তখন বিভিন্ন উপযুক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি সহায়তার মাধ্যমে মন্দা মকাবিলায় শুধু সক্ষমই হয়নি, জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৭.৪ শতাংশে বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।
- বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ ধারার বিপরীতে আমদানি-রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে রেমিট্যান্সের পরিমাণ।
- ঋণ পরিশোধে সক্ষমতার মানদণ্ডে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

LDC ও বাংলাদেশ

- জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিল (ECOSOC) তিনটি সূচকের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহকে ৩টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে থাকে। স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ। ECOSOC এই বিভাগের ধারণা দেওয়া হয় ১৯৭১ সালে।
- স্বল্পোন্নত দেশ বা Least Developed Countries (LDC) সূচক দেয়া হয়- ৩ বছর পর পর।
- ১৬ মার্চ, ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত জাতিসংঘের CDP রিপোর্ট অনুযায়ী ৩টি দেশ প্রাথমিক ভাবে LDC মুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। দেশ ৩টি হলো- ১. বাংলাদেশ, ২. মিয়ানমার, ৩. লাওস। সবকিছু ঠিক থাকলে বাংলাদেশ ২০২৪ সালে LDC থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পাবে। বাংলাদেশ LDC দেশভুক্ত হয়- ১৯৭৫ সালে।
- এলডিসি মুক্ত হলে বাংলাদেশ পাবে না- ৩টি সুবিধা। ১. জিএসপি সুবিধা ২. সহজ শর্তে ঋণ ৩. কপিরাইট সুবিধা।
- এলডিসিভুক্ত দেশগুলো পেয়ে থাকে বাণিজ্য সুবিধা।
- বর্তমান LDC ভুক্ত দেশ- ৪৭টি।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

এলডিসি মুক্ত হতে যেসকল শর্ত পালন করতে হয়

শর্ত	আদর্শ মান	জাতিসংঘের মতে বাংলাদেশের অর্জন
তিন বছরের মাথাপিছু গড় আয়	১২৩০ ডলারের বেশি	১২৭২ ডলার
মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচক মান	৬৬ বা তার বেশি	৭২.৮
অর্থনৈতিক ভঙ্গরতা সূচক	৩২ বা তার কম	২৫.১

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা Millennium Development Goals

(MDGs) হলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দিক নির্দেশনা দলিল। ২০০০ সালের ৬-৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে গৃহিত হয়। MDGs এর মেয়াদকাল ছিলো- ২০০১-২০১৫। এর লক্ষ্য ছিলো ৮টি। বাংলাদেশ MDGs ২০১০ পুরস্কার লাভ করে শিশুর মৃত্যুর হার হ্রাসের জন্য। বাংলাদেশ LDC ভুক্ত দেশের মধ্যে MDGs অর্জনে শীর্ষ দেশ নির্বাচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব

- বাংলাদেশের কূটনীতির মূলমন্ত্র সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়।
- বাংলাদেশে নিযুক্ত বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রদূত- আর্ল মিলার।
- বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার - রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন।
- ভারতের সাথে ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয় ১ আগস্ট ২০১৫ (৩১ জুলাই ২০১৫ মধ্যরাতে)।
- বাংলাদেশ প্রথম যে সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে- কমনওয়েলথ।
- বাংলাদেশ ওআইসি'র সদস্যপদ (৩২তম) লাভ করে দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে যা অনুষ্ঠিত হয়- ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪; লাহোর (পাকিস্তান)। বাংলাদেশের সাথে গ্যাবন, গাম্বিয়া, গিনি বিসাউ, উগান্ডা এচারটি দেশও সদস্যপদ লাভ করে। সদস্য দেশসমূহের নামের আদ্যক্ষর অনুসারে বাংলাদেশ ৩২তম সদস্যপদ লাভ করে।
- ভূমধ্যসাগরে টহলরত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ ওসমান ও মধুমতি।

বাংলাদেশের নামে বিশ্বে বিভিন্ন স্থান ও স্থাপনা	
বাংলাদেশ স্কয়ার	লাইবেরিয়া
বাংলাদেশ স্ট্রিট	আইভরি কোস্ট
বাংলাদেশ ভবন	পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
বাংলাদেশ ভিলেজ	কাশ্মীর, ভারত
লিটল বাংলাদেশ	আর্মেনিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

বাংলাদেশের সমুদ্র জয়

- মিয়ানমারের বিরুদ্ধে সমুদ্রসীমা নিয়ে International Tribunal for the Law of Sea (ITLOS) এর রায় হয়- ১৪ মার্চ, ২০১২ সালে।
- ভারতের বিরুদ্ধে সমুদ্রসীমা নিয়ে Permanent Court of Arbitration (PCA) স্থায়ী সালিশি আদালত এর রায় হয়-৭ জুলাই, ২০১৪।
- এর ফলে সমুদ্রে বাংলাদেশের মোট অর্জন হয়েছে-১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার।
- জাতিসংঘের সমুদ্র বিষয়ক আইন অনুযায়ী- রাজনৈতিক সীমা/উপকূলীয় সীমা - ভিত্তি রেখা থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল, অর্থনৈতিক সীমা/Exclusive Economic Zone - ভিত্তি রেখা থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল। মহীসোপান/Continental Shelf - ভিত্তি রেখা থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল। তবে বাংলাদেশের মহীসোপান ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল। [Note: ১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার]

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে ১৩৬ তম সদস্য হিসেবে।
- বাংলাদেশের সাথে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে-গ্রানাডা (১৩৭তম), গিনি বিসাউ (১৩৮তম)।
- বাংলাদেশের জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো দেয়- চীন (১৯৭২ সালে)।
- ২৮তম অধিবেশন চলাকালে ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলায় প্রথম ভাষণ দেন।
- ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রথম সভাপতিত্ব করেন। বাংলাদেশের পক্ষে সভাপতিত্ব করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।
- বাংলাদেশ নিরাপত্তা/স্বস্তি পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয় ২ বার। ১৯৭৮ সালে (১৯৭৯-৮০ মেয়াদে) এবং ১৯৯৯ সালে (২০০০-০১) মেয়াদে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

- জাতিসংঘে বাংলাদেশের ১ম স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এস.এ. করিম। বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশর চাঁদার হার জাতিসংঘের বাজেটের ০.০১%।
- জাতিসংঘভুক্ত ১৯৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে-১৫৪টি দেশের সাথে।
- বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই এমন একটি দেশ হলো- তাইওয়ান।
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই- ইসরাইলের সাথে।
- বিদেশে বাংলাদেশের মোট ৫৮টি দেশে ৭৭টি মিশন আছে । একাধিক মিশন রয়েছে - ১১টি দেশে (সর্বাধিক ৫টি - ভারতে)।
- দক্ষিণ এশিয়ার দেশ আফগানিস্তানে বাংলাদেশের কোন মিশন নেই (বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার সব দেশের মিশন আছে)।
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ৩টি দেশে বাংলাদেশের মিশন নেই যথাক্রমে - লাওস, কম্বোডিয়া ও পূর্ব তিমুর।
- জাতিসংঘে স্থায়ী মিশন - ২টি। যথা: (১) নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, (২) জেনেভা, সুইজারল্যান্ড
- দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়- ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্জন

বাংলাদেশে জাতিসংঘের মহাসচিবদের সফর:

- কূর্ট ওয়াল্ডহেইম - ১৯৭৩
- পেরেজ দ্য কুয়েলার - ১৯৮৯
- কফি আনান - ২০০১
- বান কি মুন - ২০০৮ ও ২০১১
- আন্তোনিও গুতেরেস (বর্তমান) - ২০১৮

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ

- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শুরু করে ১৯৪৮ সালে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সদস্য হয় ১৯৭৯ সালে, এবং প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৮৮ সালে।
- জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১২৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের প্রথম মিশন-UNIMOG
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য প্রেরণকারী দেশ- বাংলাদেশ।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শহিদ বাংলাদেশি সৈন্য-১১০ জন (মে ২০১৩)।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নৌবাহিনীর শহিদ বাংলাদেশি ১ জন (মে ২০১৩)।
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করেছে- ৫৪টি, ৪০টি দেশে।
- বাংলাদেশ বরতমানে কর্মরত আছে ৮টি দেশে (৯টি মিশন)
- বাংলাদেশ পুলিশ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে ১৯৮৯ সালে। নৌ ও বিমানবাহিনী শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করে ২০১০ সালে।
- সর্বশেষ তথ্য অনুসারে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের সংখ্যা ৬৭৩১ জন। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশের মর্যাদা লাভ করে।

POLL QUESTION-01

➲ বাংলাদেশ স্ট্রিট কোথায় অবস্থিত?

(a) লাইবেরিয়া

(b) যুক্তরাষ্ট্র

(c) আইভরি কোস্ট

(d) কঙ্গো

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ			
সংস্থা/সংগঠন	**সদস্যপদ লাভ**	**সংস্থা/সংগঠন**	**সদস্যপদ লাভ**
কমনওয়েলথ (Commonwealth)	১৮ এপ্রিল ১৯৭২	আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)	২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)	১৭ মে ১৯৭২	জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)	৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য কর্মসূচি (UNCTAD)	২০ মে ১৯৭২	ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব গার্ল গাইডস এন্ড গার্ল স্কাউট (WAGGGS)	১ জানুয়ারি ১৯৭৩
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)	১৭ জুন ১৯৭২	আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO)	১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)	২২ জুন ১৯৭২	বিশ্ব ডাক ইউনিয়ন (UPU)	৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)	১৭ আগস্ট ১৯৭২	রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট	৩১ মার্চ ১৯৭৩

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ			
সংস্থা/সংগঠন	**সদস্যপদ লাভ**	**সংস্থা/সংগঠন**	**সদস্যপদ লাভ**
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি (IDA)	২৭ আগস্ট ১৯৭২	এসকাপ (ESCAP)	১৭ এপ্রিল ১৯৭৩
জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)	২৭ অক্টোবর ১৯৭২	বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (WMO)	২৪ আগষ্ট ১৯৭৩
কলম্বো পরিকল্পনা (Colombo Plan)	৬ নভেম্বর ১৯৭২	আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)	৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
গ্যাট (GATT)	১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২	খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)	১২ নভেম্বর ১৯৭৩
জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (UNIDO)	১১ ডিসেম্বর ১৯৭২	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)	১৪ মার্চ ১৯৭৩

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ			
সংস্থা/সংগঠন	**সদস্যপদ লাভ**	**সংস্থা/সংগঠন**	**সদস্যপদ লাভ**
ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন অব দি স্কাউট মুভমেন্ট (WOSM)	১৯৭৪	আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD)	৩০ নভেম্বর ১৯৭৭
ওআইসি (OIC)	ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪	ওয়ার্ল্ড কাস্টমস অর্গানাইজেশন (WCO)	১ জুলাই ১৯৭৮
জাতিসংঘ (UNO)	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪	পুঁজি বিনিয়োগজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICSID)	২৬ এপ্রিল ১৯৮০
ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)	১৪ আগষ্ট ১৯৭৪	আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC)	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০
আল কুদস কমিটি	১২ জুলাই ১৯৭৫	ইসলামিক এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন	৩ মে ১৯৮২
আন্তর্জাতিক পর্যটন সংস্থা (WTO)	১৯৭৫	বিশ্ব বুদ্ধিভিত্তিক সম্পদ সংস্থা (WIPO)	১১ মে ১৯৮৫

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ			
সংস্থা/সংগঠন	**সদস্যপদ লাভ**	**সংস্থা/সংগঠন**	**সদস্যপদ লাভ**
আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)	১৮ জুন ১৯৭৬	সিরডাপ (CIRDAP)	৮ এপ্রিল ১৯৮৭
আন্তর্জাতিক সমুদ্র চলাচল সংস্থা (IMO)	২৭ মে ১৯৭৬	বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা (MIGA)	১২ এপ্রিল ১৯৮৮
আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা (FIFA)	১ জানুয়ারি ১৯৭৬	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (IOM)	২৭ নভেম্বর ১৯৯০
গ্রুপ-৭৭ (G-77)	৭ অক্টোবর ১৯৭৬	অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (ECO)	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা (INTERPOL)	১৪ অক্টোবর ১৯৭৬	ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল স্যাটেলাইট সংস্থা (IMSO)	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ	
সংস্থা/সংগঠন	**সদস্যপদ লাভ**
ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন্স স্যাটেলাইট অর্গানাইজেশন্স (ISO)	১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৬
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা(WTO)	১ জানুয়ারি ১৯৯৫
রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (OPCW)	২৯ এপ্রিল ১৯৯৭
বিমসটেক (BIMSTEC)	৬ জুন ১৯৯৭
উন্নয়নশীল-৮ (D-8)	১৫ জুন ১৯৯৭
এশিয়ান পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশন (APA)	৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
আন্তর্জাতিক হাইড্রোগ্রাফিক সংস্থা (IHO)	৪ জুলাই ২০০১

আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ

বিভিন্ন সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ	
সংস্থা/সংগঠন	**সদস্যপদ লাভ**
ইন্টারন্যাশনাল সীবেড অথরিটি (ISA)	২৭ জুলাই ২০০১
আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড (IMO)	১৬ জুলাই ২০০৪
আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম (ARF)	২৮ জুলাই ২০০৬
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)	১ জুন ২০১০
ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম	৩০ জুন ২০১০
আসেম (ASEM)	৫ নভেম্বর ২০১২
পার্লামেন্ট কোর্ট অব আরবিট্রেশন (PCA)	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২
এগমন্ট গ্রুপ	৩ জুলাই ২০১৩

Permanent

বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা

- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর বাংলাদেশস্থ কার্যালয় অবস্থিত আগারগাঁও, ঢাকা।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)-এর বাংলাদেশস্থ কার্যালয় অবস্থিত শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- JICA (OTCA নামে) বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে-- ১৯৭৪ সালে।
- আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণাকেন্দ্র (আইসিডিডিআরবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৭৮ সালে। এর অবস্থান মহাখালী, ঢাকা। এটি 'বেবি জিঙ্ক' ট্যাবলেটের আবিষ্কারক। বেবি জিঙ্কের কাজ - শিশুর ঘনঘন পাতলা পায়খানা কমায় এবং পরে শিশুর ডায়রিয়া আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। এর বাজারজাত উদ্বোধন করা হয়-২৬ নভেম্বর ২০০৬। এটি খাওয়ানো যায় ৬ মাস-৫ বছর বয়সী শিশুদের।
- ICDDRB–এর পূর্ব প্রতিষ্ঠান Cholera Research Laboratory, স্থাপিত ১৯৬০ সালে। এটি ওরস্যালাইন আবিষ্কার করে ১৯৬৮ সালে।
- অলিয়স ফ্রসেঁজ-- ফ্রান্সের একটি সংস্থা, যার লক্ষ্য হলো ফ্রান্সের বাইরে ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতির বিস্তার ঘটানো।
- ঢাকায় বিমসটেকের সচিবালয় উদ্বোধন করা হয় ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা

বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থা		
নাম	প্রতিষ্ঠাকাল/কার্যক্রম শুরু	সদর দপ্তর
আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র (ICDDRB)	১৯৭৮	মহাখালী, ঢাকা
এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কেন্দ্র (CIRDAP)	৬ জুলাই ১৯৭৯	চামেলি হাউস, ঢাকা
সার্ক কৃষি কেন্দ্র (SAC)	১৯৮৯	ফার্মগেট, ঢাকা
সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র (SMRC)	২ জানুয়ারি ১৯৯৫	আগারগাঁও, ঢাকা
বিমসটেক (BIMSTEC)	৬ জুন ১৯৯৭	গুলশান, ঢাকা
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	১৫মার্চ ২০০১	সেগুনবাগিচা, ঢাকা
আন্তর্জাতিক জুট স্টাডি গ্রুপ (JSG)	২৭ এপ্রিল ২০০২	ফার্মগেট, ঢাকা

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি

- ফারাক্কা বাঁধ চালু হয় ২১ এপ্রিল, ১৯৭৫ সালে।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭। এই চুক্তিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তৎকালীন চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংহতি সমিতির পক্ষে জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২২ জন (চেয়ারম্যানসহ)।
- বাংলাদেশ ১২৯তম দেশ হিসেবে CTBT চুক্তি ২৪ অক্টোবর, ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষর করে এবং ৭মার্চ, ২০০০ সালে CTBT অনুমোদন করে।
- ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)-এর মূল সনদ গৃহীত হয়- ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি ২৫ বছরের জন্য স্বাক্ষরিত হয় ১৯ মার্চ ১৯৭২। এই চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় ১৮ মার্চ ১৯৯৭।
- বাংলাদেশ-ভারত গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬।

গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি

- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি হয় ১ আগস্ট, ২০১৫। এর মাধ্যমে ভারতের কাছ থেকে ১১১টি ছিটমহল বুঝে নেয় বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের কাছ থেকে ৫১টি ছিটমহল বুঝে নেয় ভারত।
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৬মে, ১৯৭৪ সালে।
- মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি স্বাধীন বাংলাদেশ ও ভারত রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। এটি নয়াদিল্লীতে সম্পাদিত হয়-১৬ মে, ১৯৭৪ সালে।
- ভারতের নয়াদিল্লির হায়দারাবাদ হাউসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৯৬ সালে ১২ ডিসেম্বর গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটি ৩০ বছরের জন্য করা হয়েছিল।
- বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বন্দি চুক্তি হয় ২০১০ সালে এবং এ চুক্তি কার্যকর হয় ২০১১ সালের ১৩ জানুয়ারি।
- বাংলাদেশ-মিয়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-২৩ নভেম্বর, ২০১৭।
- টিকফা বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি। ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। পূর্বে এটি টিফা চুক্তি নামে ছিল।

POLL QUESTION-02

➲ ভারত বাংলাদেশ সহযোগিতা, বন্ধুত্ব ও শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-

(a) ১৯৭২ সালে

(b) ১৯৭৪ সালে

(c) ১৯৮০ সালে

(d) ১৯৮২ সালে

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব - সমাজসেবক/সংস্কারক (SOCIAL REFORMER)

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ

- নওয়াব সলিমুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন,-ঢাকায় (৮ জুন ১৮৭১)।
- নওয়াব সলিমুল্লাহ নবাব নিযুক্ত হন ১৯০১ সালে।
- ব্রিটিশ শাসকের কাছে বঙ্গভঙ্গের দাবি পেশ করেন - নওয়াব সলিমুল্লাহ।
- নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৯০৬)।
- নওয়াব সলিমুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন- ১৬ জানুয়ারি ১৯১৫।

হাজী শরীয়তউল্লাহ

- পলাশীর পরাধীনতার পর প্রথম বাংলার মুসলমানদের চরম অবনতির কথা উপলব্ধি করেন হাজী শরীয়তউল্লাহ।
- হাজী শরীয়তউল্লাহর নামে যে জেলার নামকরণ হয়েছে শরীয়তপুর।
- ফরায়েজী আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রছিল-ফরিদপুর জেলা।
- হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দুদু মিয়া।
- ইসলামের ফরজ পালনের জন্য জোর প্রচার চালান, যা পরবর্তীতে ফরায়োজি আন্দোলন নামে পরিচিত হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব - সমাজসেবক/সংস্কারক (SOCIAL REFORMER)

নবাব আব্দুল লতিফ

- বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন নবাব আব্দুল লতিফ।
- নবাব আব্দুল লতিফ যে নিখিল ভারত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন তার বিষয়বস্তু- মুসলমান ছাত্রদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার উপকারিতা।
- নীল কমিশন গঠনে যে মুসলিম মনীষীর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল-নবাব আব্দুল লতিফ।
- তার পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল।
- ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন

- তিনি ১৭৩২ সালে ভারতের পশ্চিম বাংলার হুগলীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- মন্নুজান খানমের সাথে হাজী মুহম্মদ মুহসীনের সম্পর্ক-বৈপিত্রেয় ভগ্নী।
- হাজী মুহসীন যার কাছ থেকে অঢেল সম্পত্তি লাভ করেন- নিঃসন্তান ভগ্নী মন্নুজান খানমের। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৮০৩ সালে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব - সমাজসেবক/সংস্কারক (SOCIAL REFORMER)

সৈয়দ আমীর আলী

- তিনি সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা (১৮৭৭) করেন যার পর থেকে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন শুরু হয়।
- ব্রিটিশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন-- সৈয়দ আমীর আলী
- সৈয়দ আমীর আলী ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সিআইই উপাধি পান ১৮৮৭ সালে।
- 'The Spirit of Islam', 'A Short History of Saracens' নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ খান

- তিনি ছিলেন আলীগড় আন্দোলনের নায়ক।
- মুসলমানদের কাছে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে ১৮৭৫ সালে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে ১৯২০ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এ উন্নিত হয়।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব - রাজনীতিবিদ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (POLITICAL PERSONS)

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক

- ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন- ১৬ অক্টোবর ১৮৭৩, সাতুরিয়া (বরিশাল)।
- তার বাবার নাম কাজী ওয়াজেদ, মায়ের নাম সাইদুন্নেসা খাতুন।
- শেরে বাংলা অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন ১ জানুয়ারি ১৯২৪।
- শেরে বাংলা কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন ১৯৩৫ সালে।
- শেরে বাংলা অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন ১ এপ্রিল ১৯৩৭।
- এ ছাড়াও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪), স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (১৯৫৫) এবং গভর্নর (১৯৫৬-৫৮) ছিলেন।
- বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তিনি জনগনের কল্যাণে ঋণ সালিশি আইন, প্রজাস্বত্ব আইন এবং মহাজনি প্রথা বাতিল আইন প্রবর্তন করেন।
- লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক; ২৩ মার্চ ১৯৪০। এই প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব ছিল।
- এ কে ফজলুল হক রচিত গ্রন্থের নাম - Bengal Today (১৯৪৪)

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব - রাজনীতিবিদ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (POLITICAL PERSONS)

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জন্মগ্রহণ করেন ১২ ডিসেম্বর ১৮৮০; ধনপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
- লাইন প্রথা-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন-মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী মানুষের কাছে পরিচিত ছিলেন- মজলুম জননেতা হিসেবে।
- ভাসানী ঐতিহাসিক লং মার্চের নেতৃত্ব দেন ১৯৭৬ সালের ১৬ মে।
- আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা (১৯৪৯-১৯৫৭) সভাপতি- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- ভাসানীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় - ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ (ঢাকা জেল বার লাইব্রেরিতে)।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব - রাজনীতিবিদ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (POLITICAL PERSONS)

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জনগ্রহণ করেন -৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯২: পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর।
- 'গণতন্ত্রের মানসপুত্র' হিসেবে খ্যাত- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তার জীবদ্দশায় কলকাতার ডেপুটি মেয়র, অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী (২৪ এপ্রিল ১৯৪৬-১৩ আগস্ট ১৯৪৭) এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- সোহরাওয়ার্দী মৃত্যুবরণ করেন ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩: লেবাননের রাজধানী বৈরুতে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- বঙ্গবন্ধুর জন্ম ১৭ মার্চ ১৯২০ (গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া)। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন ১৫ আগস্ট ১৯৭৫।
- বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক ও প্রথম রাষ্ট্রপতি--শেখ মুজিবুর রহমান।
- আওয়ামী মুসলিম লীগে যুগ্ম সম্পাদক হন ২৩ জুন, ১৯৪৯ সালে। আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন ২০ মার্চ ১৯৬৬ সালে।
- লাহোরে ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন শেখ মুজিবুর রহমান।
- 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী (The Unfinished Memories) যে ব্যক্তিত্বের আত্মজীবনী- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।
- শেখ মুজিব বিবিসির জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি নির্বাচিত হন ২০০৪ সালে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব - রাজনীতিবিদ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (POLITICAL PERSONS)

জিয়াউর রহমান

- জিয়াউর রহমানের জন্ম ১৯৩৬ সালের ১৯ জানুয়ারি (বগুড়া-বাগবাড়ি)।
- বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা দেন ২৭ মার্চ ১৯৭১।
- মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্সের অধিনায়ক- মেজর জিয়াউর রহমান।
- সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা- রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- জিয়াউর রহমানের মৃত্যু ৩০ মে ১৯৮১।

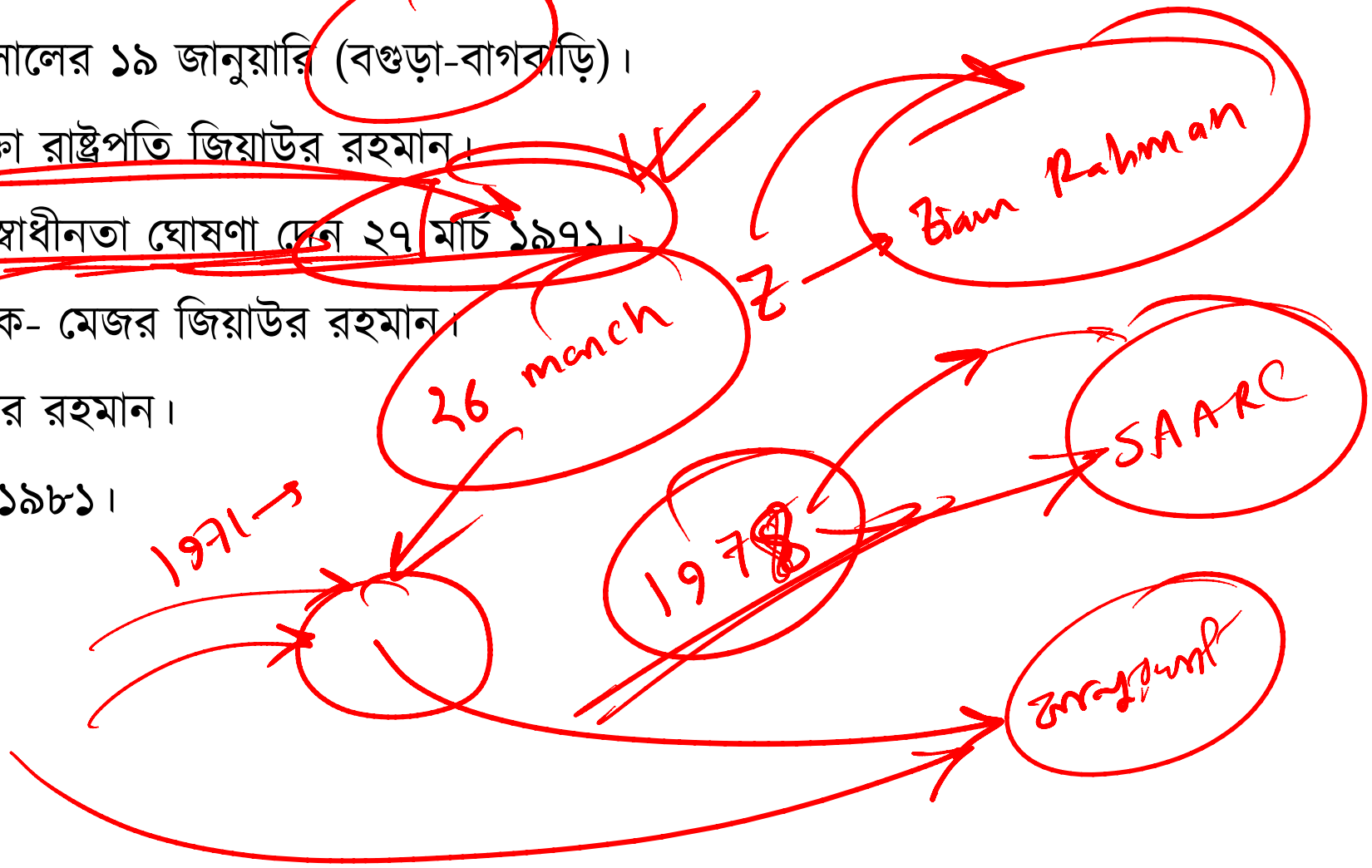

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব - রাজনীতিবিদ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (POLITICAL PERSONS)

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

- সৈয়দ নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন জানুয়ারি ১৯২৫; যশোদল, কিশোরগঞ্জ।
- বাংলাদেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিহত হন -৩ নভেম্বর ১৯৭৫।

তাজউদ্দীন আহমদ

- তাজউদ্দীন আহমদ জন্মগ্রহণ করেন- ২৩ জুলাই ১৯২৫; কাপাসিয়া, গাজীপুর।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী-তাজউদ্দীন আহমদ (১০ এপ্রিল ১৯৭১-১২ জানুয়ারি ১৯৭২)।
- তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হন - ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ (২৬ অক্টোবর ১৯৭৪ পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন)।
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন- তাজউদ্দীন আহমদ ৩০ জুন ১৯৭২।

ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

- ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী জনুগ্রহণ করেন- ১৯১৯ সালে; কুড়িপাড়া, সিরাজগঞ্জ ।
- মুজিবনগর সরকারের সময় মনসুর আলী অর্থমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
- ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী নিহত হন ৩ নভেম্বর ১৯৭৫।
- মনসুর আলী ক্যাপ্টেন ছিলেন- মুসলীম লীগের গার্ড বাহিনীর পাবনা জেলা শাখার।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব - রাজনীতিবিদ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব (POLITICAL PERSONS)

এএইচএম কামারুজ্জামান

- এএইচএম কামারুজ্জামান জন্মগ্রহণ করেন- ১৯২৩ সালে; রাজশাহী।
- এএইচএম কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগে যোগ দেন ১৯৫৬ সালে।
- এএইচএম কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগের সভাপতি হন ১৯৭৪ সালে।

ড. কুদরত-ই-খুদা

- কুদরত-ই-খুদা জনুগ্রহণ করেন ১ ডিসেম্বর ১৯০০; মাড়, বীরভূম, ভারত।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন–এর নাম - ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন।
- ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়- ২৬ জুলাই ১৯৭২।

ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম

- ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেন ৩১ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে; খাঁড়েরা, মুর্শিদাবাদ।
- বারডেম (BIRDEM) এর প্রতিষ্ঠাতা ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম।
- বাংলাদেশ ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম।
- দেশের জাতীয় জনসংখ্যা কাউন্সিলের সূচনা করেন- ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহীম।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব- বিজ্ঞানী (SCIENTIST)

আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন

- আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন-- ১ জানুয়ারি ১৯৩০; ফুলবাড়ি, সিরাজগঞ্জ।
- আবদুল্লাহ আল মুতি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত যে বইয়ের সম্পাদক ছিলেন বিজ্ঞানকোষ।
- আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন বাংলা একাডেমির সভাপতি নিযুক্ত হন ১৯৮৬-৯০ মেয়াদে।

ফজলুর রহমান খান

- ফজলুর রহমান খান জন্মগ্রহণ করেন ৩ এপ্রিল ১৯২৯, ঢাকা।
- এফ আর খান একজন বিখ্যাত স্থপতি।
- এফ আর খান যে স্থাপনার স্থপতি সিয়ার্স টাওয়ার (নিউইয়র্ক), যার বর্তমান নাম উইলিস টাওয়ার।
- এফ আর খানের স্থাপত্য শিল্প যে নামে পরিচিত Tube in Tube।
- এফ আর খান মৃত্যুবরণ করেন। ২৬ মার্চ ১৯৮২; জেদ্দা।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব – শিল্পী (ARTIST)

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন জন্মগ্রহণ করেন ২৯ ডিসেম্বর ১৯১৪; কেন্দুয়া, কিশোরগঞ্জ।
- ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন; ১৯৪৮ সালে (বর্তমান চারুকলা ইনস্টিটিউট)।
- ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে জয়নুল আবেদিনের চিত্রশিল্পটির নাম - দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র।
- সোনারগাঁওয়ে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন – শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।
- ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর মনপুরা দ্বীপে সংঘটিত ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড় নিয়ে তৈরি জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম- 'মনপুরা-৭০'

কামরুল হাসান

- চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান জন্মগ্রহণ করেন- ২ ডিসেম্বর ১৯২১ (তিনজিলা গোরস্থান রোড, কলকাতা)।
- কামরুল হাসানের পৈতৃক নিবাস নারেঙ্গা গ্রাম, বর্ধমান (পশ্চিমবঙ্গ)।
- 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' পোস্টারটির ক্যাপসন যে চিত্রশিল্পীর-- কামরুল হাসান।
- 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়াদের খপ্পরে' স্কেচটির চিত্রশিল্পী-- কামরুল হাসান।
- কামরুল হাসানের 'তিনকন্যা' ও 'নাইওর' চিত্রকর্ম অবলম্বনে যে দুটি দেশ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে- যুগোশ্লাভিয়ার সরকার (১৯৮৫), বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬)।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব – শিল্পী (ARTIST)

এস এম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান

- এস এম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান জন্মগ্রহণ করেন ১০ আগট ১৯২৩,; মাসিমদিয়া, নড়াইল।
- 'শিশস্বর্গ', 'নন্দন কানন' ও 'চারুপীঠ' প্রতিষ্ঠা করেন- এস এম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান, নড়াইলে।
- এস এম সুলতানের উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্প 'হত্যাযজ্ঞ', 'চর দখল', 'ধানকাটা'।
- এস এম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান স্বাধীনতা পুরস্কার পান ১৯৯৩ সালে।

ফকির লালন শাহ

- লালন শাহ জন্মগ্রহণ করেন- ১৭৭২ সালে (১ কার্তিক ১১৭৯); হরিশপুর, ঝিনাইদহ (মতান্তরে ভাঁড়ারা, কুষ্টিয়া)।
- সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৯৮টি)।
- লালন শাহ মারা যান - ১ কার্তিক ১২৯৭ (১৭.১০.১৮৯০) কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায়।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার শিবপুর গ্রামে।
- হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ নায়কদের অন্যতম - ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ।
- রাগ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সাথে কারো কোনো তুলনা নেই।
- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খার বিখ্যাত শিষ্যের নাম- পণ্ডিত রবি শংকর।
- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ মৃত্যুবরণ করেন- ১৯৭২ সালে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব – শিল্পী (ARTIST)

আব্বাসউদ্দীন আহমদ

- আব্বাসউদ্দীন আহমদ জন্মগ্রহণ করেন ২৭ অক্টোবর ১৯০১; পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহারের বলরামপুর গ্রামে।
- আব্বাসউদ্দীন আহমদ রচিত একমাত্র আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ-আমার শিল্পী জীবনের কথা।
- আব্বাসউদ্দীন আহমদ ঢাকা বেতারে প্রথম সংগীত পরিবেশন করেন ১৪ আগস্ট ১৯৪৭।
- আব্বাসউদ্দীন আহমদ মৃত্যুবরণ করেন ৩০ ডিসেম্বর ১৯৫৯।

আবদুল আলীম

- আবদুল আলীম জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই, মুর্শিদাবাদের তালিবপুর গ্রামে।
- ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র মুখ ও মুখোশ-এর নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী ছিলেন আবদুল আলীম।
- সঙ্গীতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে ১৯৭৭ সালে।
- আবদুল আলীম মৃত্যুবরণ করেন ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, ঢাকায়।

শাহ আব্দুল করিম

- শাহ আব্দুল করিম জন্মগ্রহণ করেন-১৯১৬ সালে; সুনামগঞ্জে। শাহ আব্দুল করিম খ্যাত বাউল সম্রাট হিসেবে।
- গাড়ি চলে না, চলে না....; আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম; কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া ... প্রভৃতি গানের গীতিকার ও সুরকার- শাহ আব্দুল করিম।
- শাহ আব্দুল করিম মৃত্যুবরণ করেন- ২০০৯ সালে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব – অর্থনীতিবিদ (ECONOMIST)

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

- ড. মুহাম্মদ ইউনূস জন্মগ্রহণ করেন ২৮ জুন ১৯৪০; বাথুয়া, চট্টগ্রাম।
- গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা- ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
- উপমহাদেশের অষ্টম, বাংলাদেশের প্রথম এবং তৃতীয় বাঙ্গালি হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস (গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে)।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কার লাভ করেন--২০০৬ সালে, শান্তিতে।
- ২৬ অক্টোবর ২০১২ স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (চ্যান্সেলর) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ড. ইউনূসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'দারিদ্র্যহীন বিশ্বের অভিমুখে' এবং 'Banker to the poor'.

অমর্ত্য সেন

- অমর্ত্য সেন জন্মগ্রহণ করেন ৩ নভেম্বর ১৯৩৩; পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
- অর্থনীতির মাদার তেরেসা (The Mother Teresa of Economics) হিসেবে খ্যাত অমর্ত্য সেন।
- এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন- অমর্ত্য সেন।
- অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত গ্রন্থ - Poverty and famines, The Idea of Justice, Indentity and violence the illusion of desting
- অমর্ত্য সেন 'দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য' নিয়ে পবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পান ১৯৯৮ সালে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব – অন্যান্য (OTHERS)

অতীশ দীপঙ্কর

- বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত সাধক অতীশ দীপঙ্কর।
- অতীশ দীপঙ্কর জনগ্রহণ করেন বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে, ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে।
- অতীশ দীপঙ্করের পিতা ও মাতার নাম- পিতা রাজা কল্যাণশ্রী ও মাতা রানী প্রভাবতী।

হীরালাল সেন

- হীরালাল সেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৬ সাল; বগজুরী, মানিকগঞ্জ।
- বাংলা চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়- হীরালাল সেনকে।
- হীরালাল সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বায়োস্কোপ কোম্পানির নাম রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি।

ব্রজেন দাস

- ব্রজেন দাস জন্মগ্রহণ করেন ৯ ডিসেম্বর ১৯২৭; বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ।
- প্রথম বাঙ্গালি হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন ব্রজেন দাস (১৯৫৮ সালে)।
- ব্রজেন দাস স্বাধীনতা পদক লাভ করেন ১৯৯৯ সালে (মরণোত্তর)।
- ব্রজেন দাস মৃত্যুবরণ করেন ১ জুন ১৯৯৮।

POLL QUESTION-03

➲ ‘আমার দেখা নয়াচীন’ গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(a) শেখ হাসিনা

(b) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

(c) তোফায়েল আহমেদ

(d) তাজউদ্দীন আহমেদ

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ

বাংলা একাডেমী (Bangla Academy)

- বাংলা একাডেমিকে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয় The Bengali Academy Act -1957 আইনের মাধ্যমে।
- ভাষা আন্দোলনের ফলে যে প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয়- বাংলা একাডেমি।
- বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি- মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
- বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক ছিলেন ড. মযহারুল ইসলাম।
- বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা- বাংলা একাডেমি পত্রিকা (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯৫৭)।
- 'নজরুল চত্বর' ও 'নজরুল মঞ্চ' অবস্থিত বাংলা একাডেমিতে।
- বর্তমানে বাংলা একাডেমিতে বিভাগ রয়েছে -৪টি।
- বর্তমানে বাংলা একাডেমি থেকে সাময়িকী প্রকাশিত হয়- ৬টি।
- বাংলা একাডেমি স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে ২০১০ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ

বাংলা একাডেমি প্রকাশিত পত্রিকা	
পত্রিকার নাম	**ধরণ**
বাংলা একাডেমি পত্রিকা	গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক
উত্তরাধিকার	সৃজনশীল মাসিক
ধানশালিকের দেশ	ত্রৈমাসিক কিশোর পত্রিকা
বাংলা একাডেমির জার্নাল	ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত যাণ্মাসিক পত্রিকা
বিজ্ঞান পত্রিকা	বাংলা একাডেমির মাসিক মুখপত্র
লেখা	ষাণ্মাসিক

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

- বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর কার্যক্রম শুরু করে ১৫ জুলাই ১৯৭৭।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- শিশু একাডেমী প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকাটির নাম – শিশু।
- শিশু একাডেমী জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করে ১৯৭৮ সাল থেকে।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর অবস্থান দোয়েল চত্বর সংলগ্ন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD)

- BARD নামক বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত-কুমিল্লার কোর্টবাড়িতে।
- BARD প্রতিষ্ঠা লাভ করে ২৭ মে ১৯৫৯।
- বর্তমানে BARD-এর পৃষ্ঠপোষক- বাংলাদেশ সরকার।
- BARD-এর প্রধান কর্মকর্তার পদ- মহাপরিচালক।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (RDA)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯ জুন, ১৯৭৪।
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠিত- ৪৮.৫০ একর জমিতে।
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান।
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী LGRDC-র অধীন।
পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর অবস্থান- শেরপুর, বগুড়া।
বগুড়া শহর থেকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর দূরত্ব ১৬ কিমি দক্ষিণে।

ইনস্টিটিউট

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

- বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অবস্থিত রাঙ্গামাটিতে। প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৮ সালে।
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের প্রধান কর্মকর্তার পদবি পরিচালক।

নাম	অবস্থান
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রাঙ্গামাটি
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	খাগড়াছড়ি
রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)

- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৭৬ সালের ৪ আগস্ট।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয় - গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে।
- BARI-এর অধীন শস্য গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে- ৭টি।
- BARI-এর অধীন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ৭টি।

BARI-এর ৭টি গবেষণা কেন্দ্র	
নাম	অবস্থান
১. কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র	জয়দেবপুর, গাজীপুর
২. উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র	জয়দেবপুর, গাজীপুর
৩. গম গবেষণা কেন্দ্র	নশিপুর, দিনাজপুর
৪. ডাল গবেষণা কেন্দ্র	ঈশ্বরদী, পাবনা
৫. তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্র	জয়দেবপুর, গাজীপুর
৬. মসলা গবেষণা কেন্দ্র	শিবগঞ্জ, বগুড়া
৭. উদ্ভিদ কৌলি সম্পদ কেন্দ্র	জয়দেবপুর, গাজীপুর

ইনস্টিটিউট

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (IMLI)

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অবস্থান সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়-- ১৫ মার্চ ২০০১।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ছিলেন জাতিসংঘের সপ্তম মহাসচিব কফি আনান।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করা হয় ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়– ১ ডিসেম্বর ২০০৮।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল ২০০৯ জাতীয় সংসদে পাশ হয় ৯ জুলাই ২০০৯।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ দেন-- রাষ্ট্রপতি। এর বর্তমান চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বয়সসীমা ন্যূনতম ৩৫ বছর, সর্বোচ্চ ৭০ বছর।

কমিশন

তথ্য কমিশন

- তথ্য কমিশন গঠিত ও কার্যকর হয় ১ জুলাই ২০০৯।
- তথ্য কমিশনের সদস্য সংখ্যা ৩ জন (১ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন সদস্য)।
- তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি।
- তথ্য কমিশনের বর্তমান প্রধান তথ্য কমিশনার মর্তুজা আহমদ।
- তথ্য কমিশনের চেয়ারম্যান এর পদমর্যাদা- সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির সমান।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC)

- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন BAEC এর প্রতিষ্ঠা ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩। এর সদর দপ্তর- আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পূর্ব নাম- বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত- পাবনার ঈশ্বরদীতে।
- বাংলাদেশের প্রথম পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে, ঢাকা মেডিকেল কলেজে (পাকিস্তান আণবিক শক্তি কমিশন এর অধীনে)। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চিকিৎসা কেন্দ্র ১৫টি।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত গণকবাড়ী, সাভার (ঢাকা)।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পূর্ব নাম বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন।
- পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট অবস্থিত- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাহবাগ, ঢাকা)।
- সৈকত খনিজ বালি আহরণ কেন্দ্র অবস্থিত কক্সবাজার।

শিল্পকারখানা বিষয়ক সংস্থা

বাংলাদেশ বস্ত্রকল শিল্প সংস্থা (BTMC)

- BTMC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালে।
- BTMC- এর আওতায় বর্তমানে মিল রয়েছে ৮৬টি।

বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা (BJMC)

- BJMC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ২৭নং আদেশে।
- আদমজী পাটকল (এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল) বন্ধ হয় ৩০ জুন ২০০২।

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা (BCIC)

- BCIC প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- BCIC-এর সদর দপ্তর ঢাকা।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (BSEC)

- বর্তমানে BSEC-এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প ইউনিট চালু রয়েছে-৯টি।
- BSEC-শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন।
- BSEC প্রতিষ্ঠিত হয় ১ জুলাই ১৯৭৬।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR)

- BCSIR প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালে।
- BCSIR-এর প্রথম ও প্রধান গবেষক ছিলেন ড. কুদরত-ই-খুদা।
- BCSIR-এর শাখা আছে-- চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে।
- বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ হলো বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল গবেষণা কেন্দ্র।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা (BSCIC)

- BSCIC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে।
- সারা দেশে BSCIC শিল্পনগরী রয়েছে-৭৪টি।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থা

বাংলাদেশের কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র

- দেশের প্রথম কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৮ সালে (টঙ্গী)।
- দ্বিতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র অবস্থিত পুলেরহাট, যশোর।
- বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা- ৭-১৬ বছর।
- জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের পূর্ব নাম কিশোর অপরাধ সংশোধনী কেন্দ্র।
- বাংলাদেশে কিশোর ও কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র- ৩টি (২টি কিশোর, ১টি কিশোরী)।
- জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র অবস্থিত কোনাবাড়ী, গাজীপুর।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (Bangladesh Asiatic Society)

- এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৪ সালে কলকাতায়।
- এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোনস।
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকোষটির নাম- বাংলাপিডিয়া।
- স্যার উইলিয়াম জোনস ছিলেন- সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন কনিষ্ঠ বিচারক। (সূত্র : বাংলাপিডিয়া)
- পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়-৩ জানুয়ারি ১৯৫২। এটি পরিবর্তন করে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি নামকরণ করা হয়- ১৯৭২ সালে।
- এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের প্রধান রাষ্ট্রপতি।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান/সংস্থা

ব্যান্সডক (BANSDOC)

- BANSDOC প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬২ সালে। প্রতিষ্ঠাকালে BANSDOC-এর নাম ছিল PCSIR (পাকিস্তান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠান)।
- PCSIR-এর নাম পরিবর্তন করে BANSDOC রাখা হয় ১৯৭২ সালে।
- BANSDOC-কে স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় জাতীয় সংস্থায় উন্নীত করা হয়- ১৯৮৭ সালে।

জাতীয় অর্থনৈতিক নির্বাহী পরিষদ (ECNEC)

- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি (ECNEC) গঠিত হয়- ১৯৮২ সালে।
- ECNEC-এর চেয়ারম্যান বা সভাপতি-প্রধানমন্ত্রী।
- ECNEC-এর বিকল্প চেয়ারম্যান বা সভাপতি- অর্থমন্ত্রী।

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC)

- BPATC প্রতিষ্ঠিত হয়- ২৮ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে।
- BPATC অবস্থিত ঢাকার সাভারে।

POLL QUESTION-04

➲ বাংলাপিডিয়ার সম্পাদক কে?

(a) সিরাজুল ইসলাম

(b) ড. আনিসুজ্জামান

(c) জাফর ওয়াজেদ

(d) ড. শামসুল আলম

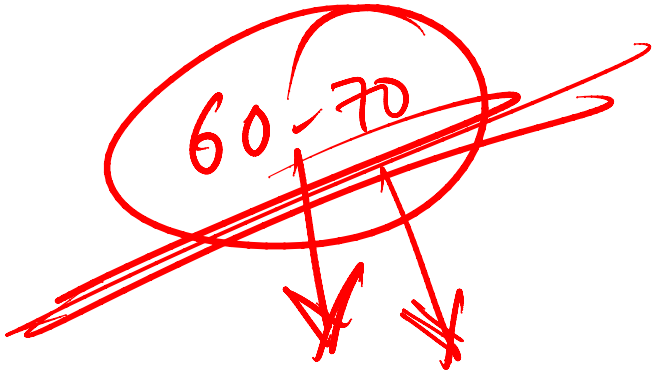

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান, বিখ্যাত স্থাপনা ও ভবন

- বাংলাদেশের প্রাচীনতম শহরের নাম- পুণ্ড্রবর্ধন। প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন জনপদটির বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। এটি অবস্থিত- বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর তীরে।
- খোদার পাথর ভিটা, বৈরাগীর ভিটা অবস্থিত মহাস্থানগড়ে।
- সোনারগাঁও বাংলাদেশের রাজধানী ছিল মোঘল আমলে। স্থাপন করেন- ঈসা খান।
- সোনারগাঁওয়ের পূর্বে বাংলার রাজধানী ছিল - মহাস্থানগড়ে।
- ময়নামতি অবস্থিত - কুমিল্লা। ময়নামতিতে বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। ময়নামতির অপর দুটি নাম- হিলটিয়া ও লালমাই।
- আহসান মঞ্জিল অবস্থিত ঢাকার ইসলামপুরে।
- লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে কবর রয়েছে শায়েস্তা খার কন্যা বিবি পরীর (মৃত্যু ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে)। বিবি পরীর আসল নাম-ইরান দুখত।
- ঐতিহাসিক বড় কাটরা, ছোট কাটরা অবস্থিত ঢাকার চকবাজারে। নির্মাণ করেন শাহ সুজা।
- হোসনি দালান অবস্থিত পুরান ঢাকার বকশীবাজারে।
- বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র অবস্থিত- আগারগাঁও শেরে বাংলা নগর (ঢাকা)।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ভবনের নাম - সিটি সেন্টার

ঐতিহাসিক স্থানের পুরনো নাম

বর্তমান নাম	পুরনো নাম	বর্তমান নাম	পুরনো নাম
১. বাংলাদেশ	বং, বঙ্গ, বাঙলা, সুবে বাঙালা, পূর্ব পাকিস্তান	১৬. দিনাজপুর	গণ্ডোয়ানাল্যান্ড
২. ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর/ঢাবেকা /ডাকা	১৭. রাঙ্গামাটি	হরিকেল
৩. চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ/পোরটো গ্রানডে/ শাতিলগঞ্জ	১৮. শরীয়তপুর	ইদ্রাকপুর পরগনা
৪. খুলনা	জাহানাবাদ	১৯. সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া
৫. বরিশাল	চন্দ্রদীপ/বাকলা/ইসমাইলপুর	২০. বাগেরহাট	খলিফাতাবাদ
৬. সিলেট	শ্রীহট্ট, জালালাবাদ (মুঘল আমলে)	২১. সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম
৭. কুষ্টিয়া	নদীয়া	২২. ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ
৮. সাভার	সাভাউর	২৩. নোয়াখালী	সুধারাম/ভুলুয়া

ঐতিহাসিক স্থানের পুরনো নাম

বর্তমান নাম	পুরনো নাম	বর্তমান নাম	পুরনো নাম
৯. মুন্সীগঞ্জ	বিক্রমপুর	২৪. শাহবাগ	বাগ-ই-শাহেনশাহ (মুঘল আমলে)
১০. ফেনী	শমশেরনগর	২৫. জামালপুর	সিংহজানী
১১. ময়নামতি	রোহিতগিরি	২৬. কুমিল্লা	ত্রিপুরা, পরগনা
১২. রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	২৭. কক্সবাজার	ফালকিং
১৩. গজারিয়া	দোয়ার	২৮. টুঙ্গী	টঙ্গী
১৪. গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ	২৯. মহাস্থানগড়	পুন্ড্রবর্ধন
১৫. উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি	৩০. গাজীপুর	জয়দেবপুর
		৩১. ফরিদপুর	ফতেহাবাদ

বৌদ্ধ বিহার

- বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহার শালবন বিহার।
- শালবন বিহারের স্রষ্টা ভবদেব।
- শালবন বিহার অবস্থিত- কুমিল্লা জেলার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে।
- শালবন বিহার নির্মাণ করা হয় ৮ম শতকের শেষ দিকে।
- আনন্দ বিহার অবস্থিত শালবন বিহারের দুই মাইল উত্তরে কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে।
- জগদ্দল বিহার অবস্থিত নওগাঁ জেলার ধামাইরহাট উপজেলার জগদ্দল গ্রামে।

বৌদ্ধ বিহার

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও তার অবস্থান	
বৌদ্ধ বিহার	**অবস্থান**
সোমপুর বিহার	নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত। বৌদ্ধ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।
শালবন বিহার	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত। রাজাধিরাজ ভবদেব দ্বারা তৈরি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।
আনন্দ বিহার	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে রাজা আনন্দ দেব কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।
মহামুনি বিহার	চট্টগ্রামের রাউজানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ বিহার।
সীতাকোট বিহার	দিনাজপুরে অবস্থিত। বাংলাদেশের আরেকটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার।
রাজবন বৌদ্ধ বিহার	রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই হ্রদের তীরে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী স্থান।
জগদ্দল বিহার	নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। পাল রাজাদের শাসনামলে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার।
ভাসু বিহার	বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত স্থান।
সীমা বৌদ্ধ বিহার	পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত স্থান।

মসজিদ, মন্দির, মাজার

- ঢাকার প্রথম মসজিদ বিনত বিবির মসজিদ।
- ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন পীর খান জাহান আলী (র)
- ষাট গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত বাগেরহাট জেলায়।
- লালবাগ শাহী মসজিদের অন্য নাম- ফররুখ শিয়ার মসজিদ।
- কুসুম্বা মসজিদ অবস্থিত নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায়।
- বিখ্যাত সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন শায়েস্তা খাঁর পুত্র উমিদ খা। এটি অবস্থিত- ঢাকার মোহাম্মদপুরে। সাত গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা ৭টি (৪টি মিনার ও মূল ষাট গম্বুজ মসজিদ ৩টি গম্বুজসহ মোট ৭টি।
- ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির ঢাকেশ্বরী মন্দির।
- কান্তজির মন্দির অবস্থিত দিনাজপুর থেকে ১২ মাইল উত্তরে কান্তনগরে।
- গুরুদুয়ারী নানকশাহী শিখ মন্দিরটি অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।
- তিন নেতার মাজার (শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী ও খাজা নাজিমউদ্দিন) অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- তিন নেতার মাজারের স্থপতি শিল্পী মাসুদ আহমেদ।
- 'বাঘা মসজিদ' অবস্থিত রাজশাহী।

জাদুঘর

- বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর উদ্বোধন করেন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল।
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অবস্থিত- ঢাকার আগারগাঁওয়ে।
- নেত্রকোনার উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭৭ সালের ১৬ আগস্ট।
- বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর অবস্থিত বিজয় সরণি, তেজগাঁও।
- ওসমানী স্মৃতি জাদুঘর রয়েছে- সিলেটে।
- বাংলাদেশের একমাত্র নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর অবস্থিত আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
- লালন জাদুঘর অবস্থিত কুষ্টিয়াতে।
- বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর অবস্থিত ঢাকাতে।
- মণিপুরী জাদুঘর অবস্থিত ছনগাঁও গ্রাম, আদমপুর ইউনিয়ন (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার)।
- ঢাকা মহানগর জাদুঘরের অবস্থান- আহসান মঞ্জিল, ইসলামপুর, ঢাকা।
- বাংলাদেশ রাইফেলস জাদুঘর অবস্থিত-ঢাকার পিলখানায়।
- বাংলাদেশের একমাত্র ভূগর্ভস্থ জাদুঘর অবস্থিত-ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- ভাষা আন্দোলন জাদুঘর অবস্থিত- বর্ধমান হাউস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

জাদুঘর

জাদুঘর	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
বরেন্দ্র জাদুঘর	রাজশাহী	এপ্রিল ১৯১০
ঢাকা জাদুঘর (জাতীয় জাদুঘর করা হয় ১৯৮৩ সালে)	শাহবাগ, ঢাকা	১৯১৩ (উদ্বোধন ৭ আগষ্ট ১৯১৩)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	আগারগাঁও, ঢাকা	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
ময়নামতি জাদুঘর	কুমিল্লা	১৯৬৬
কুঠিবাড়ি রবীন্দ্র জাদুঘর	শিলাইদহ, কুষ্টিয়া	১৯৭১
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	কুমিল্লা সেনানিবাস	১৯৭২

জাদুঘর

জাদুঘর	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী জাদুঘর	বিরিশিরি, নেত্রকোনা	১৬ আগষ্ট ১৯৭৭
লালন জাদুঘর	ছেউরিয়া, কুষ্টিয়া	১৯৭৯
লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর	সোনারগাঁও, নরায়ণগঞ্জ	১৯৮১
সামরিক জাদুঘর	বিজয় সরণি, তেজগাঁও	২৬ নভেম্বর ১৯৮৭
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	আগারগাঁও, ঢাকা	২২ মার্চ ১৯৯৬
গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী	১০ অক্টোবর ২০০০

বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র

- প্রথম তৈরি শহিদ মিনার উন্মোচন করেন শহিদ শফিউরের পিতা মাহবুবুর রহমান (১৯৫২ সালে)।
- কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের উদ্বোধক- শহিদ বরকতের মা হাসিনা বেগম (১৯৬৩ সালে)।
- 'সম্মিলিত প্রয়াস' নামে পরিচিত সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এর উচ্চতা ৪৬.৫ মিটার/বাংলাপিডিয়ার তথ্য মতে, ৪৫.৭২ মিটার বা ১৫০ ফুট।
- রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধের অবস্থান - ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের পশ্চিমে রায়ের বাজার সংলগ্ন ইট খোলায়।
- 'মুক্তি চাই স্বাধীনতা চাই' অবস্থিত- বিজয় সরণি, ঢাকা।
- মুক্তিযুদ্ধ শহীদ স্মৃতি ভাস্কর্যের অবস্থান- ঢাকাস্থ বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরের উত্তর পাশে।
- দেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনারের স্থপতি- রবিউল হুসাইন।
- জয় বাংলা, জয় তারুণ্য' ভাস্কর্যের স্থপতি- আলাউদ্দিন বুলবুল।
- 'একাত্তর স্মরণে' ভাস্কর্য অবস্থিত বাংলা একাডেমি।

বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র

স্থপতি/ভাস্কর	স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান
শামীম শিকদার	বঙ্গবন্ধু আবক্ষ ভাস্কর্য	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
	বিজয় উল্লাস	আনোয়ার পাশা ভবন, ঢাবি
	স্বামী বিবেকানন্দ	জগন্নাথ হল, ঢাবি
	স্বাধীনতা সংগ্রাম	ফুলার রোড, ঢাবি
	স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টিএসসি চত্বর, ঢাবি
নিতুন কুন্ডু	কদম ফোয়ারা	জাতীয় ঈদগাহের সামনে, ঢাকা
	সার্ক ফোয়ারা	সোনারগাঁও হোটেল, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
	সাম্পান	শাহ আমানত বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম
	শাবাশ বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র

স্থপতি/ভাস্কর	স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান
আজিজুল জলিল পাশা	দোয়েল চত্বর	তিন নেতার মাজার এলাকা, ঢাবি
	শাপলা চত্বর	মতিঝিল, ঢাকা
মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি	বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মিরপুর, ঢাকা
	রাজারবাগ স্মৃতিসৌধ	রাজারবাগ, ঢাকা
শ্যামল চৌধুরী	বিজয় ৭১	বাকৃবি, ময়মনসিংহ
	সোনার বাংলা	বাকৃবি, ময়মনসিংহ
	সন্ত্রাসবিরোধী বাজু ভাস্কর্য	টিএসসি, ঢাবি

বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র

স্থপতি/ভাস্কর	স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান
হামিদুজ্জামান খান	ইস্পাত	-
	ক্যাকটাস	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	বেগম রোকেয়া ভাস্কর্য	রোকেয়া হল, ঢাবি
	রুইকাতলা	ফার্মগেট, ঢাকা
	শান্তির পায়রা	টিএসসি, ঢাকা
	শহীদ মিনার সংলগ্ন আবাসিক এলাকা ভাস্কর্য	শহীদ মিনার সংলগ্ন আবাসিক ভবনের সামনে
	সংশপ্তক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
	স্বাধীনতা	কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা
	স্মৃতির মিনার	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র

স্থপতি/ভাস্কর	স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান
মুস্তফা মনোয়ার	মিশুক	শহীদ জিয়া শিশু পার্ক, শাহবাগ
নভেরা আহম্মেদ	কৃষক পরিবার	জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গন, ঢাকা
	নারী, শিশু ও পুরুষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	মা ও শিশু	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাশা	হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু	ঝিগাতলা, ঢাকা
	স্বাধীনতার ডাক	গণকবাড়ি, সাভার
	৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র

স্থপতি/ভাস্কর	স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান
মৃণাল হক	অর্ঘ্য	সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ঢাকা
	অতলান্তিকে বসতি (ডলফিন)	নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, ঢাকা
	ঈগল পাখি	পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও
	কোতোয়াল	মিন্টোরোড, ঢাকা
	গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
	চির দুর্জয়	রাজারবাগ, ঢাকা
	জাংক ইয়ার্ড ফ্যামিলি (অ্যান্টিক গাড়ি)	তেজগাঁও, ঢাকা
	দুর্জয়	রাজারবাগ, ঢাকা
	প্রতিরোধ	মাসদাইর, নারায়ণগঞ্জ
	প্রত্যাশা	ফুলবাড়িয়া, ঢাকা
	বলাকা (চারটি কক)	মতিঝিল বিমান অফিস
	বিডিআর ভাস্কর্য	ঝিগাতলা, ঢাকা
	বর্ষা রাণী	সাতরাস্তার মোড়, তেজগাও
	বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
	রত্নদ্বীপ	তেজগাঁও, ঢাকা
	রাজসিক বিহার	ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা

বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র

স্থপতি/ভাস্কর	স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান
আব্দুর রাজ্জাক	জাগ্রত চৌরঙ্গী	জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর
	বিজয় সরণি ফোয়ারা	ফার্মগেট (তেজগাঁও এলাকা)
সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ	অপরাজেয় বাংলা	ঢাবি কলাভবন
	অঙ্গীকার	চাঁদপুর
হামিদুর রহমান	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন
সৈয়দ মাইনুল হোসেন	জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সাভার, ঢাকা
মোঃ মইনুল হোসেন	চেতনা '৭১	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেটে

বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র

স্থপতি/ভাস্কর	স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান
সিরাজুল ইসলাম ও শাহ মইনুল হোসেন	বঙ্গবন্ধু মনুমেন্ট ফোয়ারা	গুলিস্তান, ঢাকা
লুই আই কান	জাতীয় সংসদ ভবন	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
লারোস	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	কুর্মিটোলা, ঢাকা
বব বুই	কমলাপুর রেল স্টেশন	কমলাপুর, ঢাকা
আব্দুল হুসেইন থারিয়ানি	বায়তুল মোকাররম	গুলিস্তান, ঢাকা
মাসুদ আহমেদ	তিন নেতার মাজার	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণে
-	মাশরুম ফোয়ারা	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
-	রক্তসোপান	রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর

বাংলাদেশের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও ম্যুরাল চিত্র

স্থপতি/ভাস্কর	স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান
অখিল পাল	মোদের গরব	বাংলা একাডেমি
সুদীপ্ত রায়	বীরের প্রত্যাবর্তন	বাড্ডা, ঢাকা
মর্তুজা বশীর	স্মারক ভাস্কর্য	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
-	অনির্বাণ জেড	কুমিল্লা সেনানিবাস

- 'বিজয় ৭১' নামে যশোরে আরো একটি ভাস্কর্য রয়েছে।
- 'বিজয় উল্লাস' নামে কুষ্টিয়া পৌরসভায় আরো একটি ভাস্কর্য রয়েছে।

এক নজরে ম্যুরাল চিত্র	
স্থান	শিল্পী
ওসমানী মিলনায়তন	আমিনুল ইসলাম
রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের সামনে	শামীম শিকদার
হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরের প্রবেশ পথের দুপাশে	মৃণাল হক
ঢাকা সেনানিবাস, গেট নং-৩-এ	শামীম শিকদার
বিজয় সরণির ফোয়ারার গায়ে	আব্দুর রাজ্জাক
বিজিবির সদর দপ্তর গেটে	মৃণাল হক
রাজারবাগ পুলিশ লাইনস-এ	

POLL QUESTION-05

➲ বাংলাদেশের কোন শিল্পী পটুয়া নামে পরিচিত?

(a) জয়নুল আবেদিন

(b) এস এম সুলতান

(c) কামরুল হাসান

(d) আমিনুল ইসলাম

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক-পুরস্কার অর্জন

- অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার ১৪২৩ লাভ করেন অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল।
- ২০১৫ সালে 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' পুরস্কার লাভ করেন শেখ হাসিনা।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম- স্বাধীনতা পুরস্কার।
- স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারের প্রবর্তক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- ২০১৪ সালে ভারতের তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক পদ্মভূষণ পদক দেওয়া হয়েছে - অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে।

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২১ (৯ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠান)	
ক্ষেত্র	বিজয়ী
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ	প্রয়াত আহসানউল্লাহ মাস্টার প্রয়াত আখতারুজ্জামান বাবু প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা এ কে এম বজলুর রহমান প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ
সাহিত্য	কবি মহাদেব সাহা
সংস্কৃতি	চলচ্চিত্রকার-গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার নাট্যজন আতাউর রহমান
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	ড. মৃন্ময় গুহ নিয়োগী
সমাজসেবা বা জনসেবা	অধ্যাপক ডা. এম আমজাদ হোসেন
গবেষণা ও প্রশিক্ষণ	একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল

একুশে পদক - ২০২১

	নাম	ক্ষেত্র	মন্তব্য
১	মোতাহার হোসেন তালুকদার (মোতাহার মাস্টার)	ভাষা আন্দোলন	মরণোত্তর
২	শামছুল হক	ভাষা আন্দোলন	
৩	অ্যাডভোকেট আফসার উদ্দীন আহমেদ	ভাষা আন্দোলন	
৪	কণ্ঠশিল্পী পাপিয়া সারোয়ার,	শিল্পকলা (সংগীত)	
৫	অভিনেতা রাইসুল ইসলাম আসাদ	শিল্পকলা (অভিনয়)	
৬	সালমা বেগম সুজাতা (সুজাতা আজিম),	শিল্পকলা অভিনয়)	
৭	আহমেদ ইকবাল হায়দার	শিল্পকলা (নাটক)	
৮	সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী	শিল্পকলা (চলচ্চিত্র)	
৯	ড. ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়	শিল্পকলা (আবৃত্তি)	
১০	পাভেল রহমান	শিল্পকলা (আলোকচিত্র)	

একুশে পদক - ২০২১

	নাম	ক্ষেত্র	মন্তব্য
১১	গোলাম হাসনায়েন	মুক্তিযুদ্ধ	
১২	ফজলুর রহমান খান ফারুক	মুক্তিযুদ্ধ	
১৩	বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দা ইসাবেলা	মুক্তিযুদ্ধ	মরণোত্তর
১৪	অজয় দাশগুপ্ত	সাংবাদিকতা	
১৫	অধ্যাপক ড. সমীর কুমার সাহা	গবেষণা	
১৬	মাহফুজা খানম	শিক্ষা	
১৭	ড. মির্জা আব্দুল জলিল	অর্থনীতি	
১৮	প্রফেসর কাজী কামরুজ্জামান	সমাজসেবা	
১৯	কবি কাজী রোজী	ভাষা ও সাহিত্য	
২০	বুলবুল চৌধুরী	ভাষা ও সাহিত্য	
২১	গোলাম মুরশিদ	ভাষা ও সাহিত্য	

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পদক-পুরস্কার অর্জন

রোকেয়া পদক ২০২০	
ক্ষেত্র	**বিজয়ী**
শিক্ষায়	অধ্যাপক শিরীন আখতার
নারীদের পেশাগত উন্নয়নে	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজমা বেগম
নারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে	মাঞ্জুলিকা চাকমা
সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে	বেগম মুশতারী শফি
নারী অধিকার ক্যাটাগরিতে	ফরিদা আক্তার

ম্যাগসেসে পুরস্কার বিজয়ী বাংলাদেশি			
সাল	বিজয়ীর নাম	সাল	বিজয়ীর নাম
১৯৭৮	তাহেরুন্নেসা আহমেদ আব্দুল্লাহ	১৯৯৯	অ্যাঞ্জেলা গোমেজ
১৯৮০	ফজলে হাসান আবেদ	২০০৪	আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
১৯৮৪	ড. মুহাম্মদ ইউনূস	২০০৫	মতিউর রহমান
১৯৮৫	ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী	২০১০	এ এইচ এম নোমান খান
১৯৮৭	ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম	২০১২	সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
১৯৮৮	মোহাম্মদ ইয়াসিন		

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও চিত্রশিল্প

- বাংলাদেশের প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের পরিচালক আব্দুল জব্বার খান।
- বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের জনক আব্দুল জব্বার খান।
- 'মুখ ও মুখোশ' চলচ্চিত্রের পরিচালক আব্দুল জব্বার খান।
- কাজী নজরুল ইসলাম পরিচালিত চলচ্চিত্রটির নাম- ধূপছায়া'।
- 'মাটির ময়না' চলচ্চিত্রের পরিচালক তারেক মাসুদ।
- দুর্ভিক্ষের উপর ম্যাডোনা ৪৩' ছবিটি একেছেন-- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। ১৯৪৩ সালের (বাংলা ১৩৫০ সাল) বাংলার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে চিত্রটি অঙ্কন করা হয়।
- প্রখ্যাত 'তিন কন্যা' ছবিটি এঁকেছেন কামরুল হাসান।
- শিশু স্বর্গ হলো নড়াইলে অবস্থিত শিল্পী এস এম সুলতানের প্রতিষ্ঠিত চিত্রাঙ্গন প্রতিষ্ঠানের নাম।
- চিত্রা নদীর পাড়ে চলচ্চিত্রের নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল।

উল্লেখ্য, ২০০৩, ২০০৪ ও ২০১১ সালে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেনি।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও চিত্রশিল্প

অস্কারে বাংলাদেশী চলচ্চিত্র			
সাল	যততম	চলচ্চিত্র	পরিচালক
২০০২	৭৫তম	মাটির ময়না	তারেক মাসুদ
২০০৫	৭৮তম	শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ
২০০৬	৭৯তম	নিরন্তর	আবু সায়ীদ
২০০৭	৮০	স্বপ্নডানায়	গোলাম রাব্বানী বিপ্লব
২০০৮	৮১	আহা!	এনামুল করিম নির্ঝর
২০০৯	৮২	বৃত্তের বাইরে	গোলাম রাব্বানী বিপ্লব
২০১০	৮৩	থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার	মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও চিত্রশিল্প

অস্কারে বাংলাদেশী চলচ্চিত্র			
সাল	যততম	চলচ্চিত্র	পরিচালক
২০১২	৮৫	ঘেটুপুত্র কমলা	হুমায়ূন আহমেদ
২০১৪	৮৭	জোনাকির আলো	খালিদ মাহমুদ (মিঠ)
২০১৫	৮৮	জালালের গল্প	আবু শাহেদ ইমন
২০১৬	৮৯	অজ্ঞাতনামা	তৌকির আহমেদ
২০১৮	৯১	ডুব	মোস্তফা সরোয়ার ফারুকী
২০১৯	৯২	আলফা	নাসির উদ্দিন ইউসুফ
২০২০	৯৩	ইতি তোমারই ঢাকা	অমনিবাস চলচ্চিত্র

গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিষয়

ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া

- বাংলাদেশ টেলিভিশনের পূর্ণাঙ্গ টিভিকেন্দ্র- দুটি; ঢাকা ও চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট চ্যানেলের নাম এটিএন বাংলা (১৫ জুলাই ১৯৯৭ এর কার্যক্রম শুরু হয়)।
- প্রথম প্রকাশিত বাংলা পত্রিকার নাম- সমাচার দর্পণ।
- মাসিক 'সমকাল' (সেপ্টেম্বর ১৯৫৭) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- সিকনদার আবু জাফর।
- দেশের নারীদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম- বেগম। 'বেগম' পত্রিকার আজীবন সম্পাদক ছিলেন- নুরজাহান বেগম।
- তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে উল্লেখযোগ্য সংস্থা সংগঠন- বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, তথ্য অধিদপ্তর, পিআইডি, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), প্রেস কাউন্সিল, প্রেস ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভস, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর।
- জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট (NIMC) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮০ সালে।
- বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (BPI) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮ আগস্ট ১৯৭৬।
- BPC- এর পূর্ণরূপ - Bangladesh Press Council। এটি কোয়াজি জুডিশিয়াল বা আধা বিচারিক প্রতিষ্ঠান।

গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিষয়

বাংলাদেশের সংবাদপত্র

- 'লাঙল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।
- দৈনিক নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- কাজী নজরুল ইসলাম।
- সওগাত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন।
- জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব-এ উক্তিটি শিখা পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো।
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম- ঢাকা প্রকাশ (প্রকাশিত হয় ৮ মার্চ ১৮৬১)।
- 'মোসলেম ভারত' নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল হক।
- বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেটভিত্তিক সংবাদ সংস্থার নাম- বিডি নিউজ।
- জাতীয় প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০ অক্টোবর ১৯৫৪ (পূর্বনাম : পূর্ব পাকিস্তান প্রেসক্লাব)।

গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিষয়

বাংলাদেশ বেতার

- বাংলাদেশ বেতারকেন্দ্রে প্রচারিত প্রথম নাটক বুদ্ধদেব বসুর 'কাঠ ঠোকরা' (উদ্বোধনী দিনে)।
- বাংলাদেশ বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্র ১২টি।
- বাংলাদেশ বেতার প্রথম উদ্বোধন করা হয়- ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর। এর সদর দপ্তর আগারগাঁও ঢাকা।
- রেডিও বাংলাদেশের নাম 'বাংলাদেশ বেতার' করা হয় ১৯৯৬ সালে।
- বাংলাদেশ বেতারের বহির্বিশ্ব কার্যক্রম থেকে যে ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করে- বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, আরবি ও নেপালি ভাষায়।
- দেশের ১২তম আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র কুমিল্লা (১৩ জুন ২০০৯ পূর্ণাঙ্গ প্রচারে যায়)।

এফএম রেডিও

- বাংলাদেশের প্রথম ২৪ ঘণ্টার এফএম রেডিওর নাম- রেডিও টুডে।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি রেডিও চ্যানেলের নাম- রেডিও মেট্রোওয়েভ। এটি চালু হয়-- ১৯৯৬ সালে (বর্তমানে বন্ধ)।
- বাংলাদেশে বর্তমানে চালুকৃত বেসরকারি এফএম রেডিও ২১টি।
- উল্লেখযোগ্য কিছু বেসরকারি বেতার: রেডিও টুডে, অক্টোবর ২০০৬ কার্যক্রম শুরু, ৮৯.৬ (ঢাকা), এফএম ৮৮.৬ (চট্টগ্রাম); রেডিও ফুর্তি, সেপ্টেম্বর ২০০৬ এফএম ৮৮.৩ (ঢাকা), এফএম ৯৮.৬ (চট্টগ্রাম); রেডিও আমার, ১১ নভেম্বর ২০০৭ এফএম ১০১ (ঢাকা), এবিসি রেডিও, ২০০৭, এফএম ৮৯.২ (ঢাকা)

কমিউনিটি রেডিও

- কমিউনিটি রেডিও কমিউনিটি রেডিও এমন একটি রেডিও স্টেশন, যা একটি নির্দিষ্ট এলাকায় স্থাপিত এবং ঐ এলাকার জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত ও ঐ এলাকার ভাষায় সম্প্রচারিত।
- বাংলাদেশের প্রথম কমিউনিটি রেডিও রেডিও পদ্মা (যাত্রা শুরু ৭ অক্টোবর ২০১১)।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন
- ছবি ও শব্দ প্রেরণ যন্ত্রকে বলা হয়- টেলিভিশন।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯৬৪।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন রাষ্ট্রীয় ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে রূপান্তরিত হয়- ১৯৭২ সালে।
- রামপুরা টিভি ভবনের নকশা প্রস্তুত করেন সুইডেনের স্থপতি প্রফেসর পিটার সেলসিং এবং বাংলাদেশের মাহাবুবুল হক।
- ঢাকার রামপুরায় টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়- ৬ মার্চ ১৯৭৫।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের উপ-কেন্দ্র বা রিলে কেন্দ্র ১৪টি।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন বিবিসির অনুষ্ঠান সম্প্রচার আরম্ভ করে ১ এপ্রিল ১৯৯৩।

গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট বিষয়

বাংলাদেশের স্যাটেলাইট চ্যানেল

- দেশের প্রথম সংবাদভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেলের নাম- এনটিভি।
- দেশের প্রথম বেসরকারি টেরিসট্রিয়াল চ্যানেলের নাম- একুশে টিভি (যাত্রা শুরু ১০ মে ২০০০)। উল্লেখ্য, লাইসেন্স গ্রহণে দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ এনে ২৯ আগস্ট ২০০২ এটি বন্ধ করে দেয়া হয়। একুশে টিভি পুনরায় (শুধু স্যাটেলাইট) সম্প্রচার শুরু করে ৩০ মার্চ ২০০৭।
- দেশের প্রথম ইসলামভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যানেল- ইসলামিক টিভি (উল্লেখ্য, বর্তমানে চ্যানেলাটির সম্প্রচার সাময়ীকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে)।
- বিটিভি ওয়ার্ল্ড স্যাটেলাইট সম্প্রচার শুরু করে ১১ এপ্রিল ২০০৪।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থার নাম- বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)। প্রতিষ্ঠিত হয় ১ জানুয়ারি ১৯৭২।
- বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেটভিত্তিক সংবাদ সংস্থার নাম-বিডি নিউজ।
- বাংলাদেশের প্রথম ই-নিউজ পেপার ও বার্তা সংস্থার নাম একাত্তর নিউজ সার্ভিস (ইএনএস)।
- ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি) যাত্রা শুরু করে ১৯৮৮ সালে।

বাংলাদেশের কিছু সংবাদ সংস্থা:

বাসস,
ইউএনবি,
রিয়েল টাইম নিউজ নেটওয়ার্ক,
ইউএনএস,
আবাস,
বিএনএস,
নিউজ মিডিয়া,
প্রেস মেটওয়ার্ক

বাংলাদেশের কিছু অনলাইন ভিত্তিক সংবাদপত্র:

bdnews24.com
Bangla News24.com
Banglarchokh.com
Sheershanews.com
bartanews.com
Focusbangla.com.bd
natunbarta.com
newsgardenbd.com
banglabarta.news

বাংলাদেশের খেলাধূলা

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (NSC)

- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (National Sports Council) গঠিত হয় ১৯৭২ সালে। এটি একটি- স্বশাসিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়- ১৯৯১ সালে।

বাংলাদেশ ও ফুটবল (Football and Bangladesh)

- বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গঠিত হয়- ১৫ জুলাই ১৯৭২।
- স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক- জাকারিয়া পিন্টু।
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করে ১৯৮৬ সালে।
- বাংলাদেশ ফিফার সদস্যপদ লাভ করে ১ জানুয়ারি ১৯৭৬।
- এএফসি অনুর্ধ্ব ১৪ আঞ্চলিক পর্যায়ে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন হয় ডিসেম্বর ২০১৫।

ক্রিকেট ও বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড

- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গঠিত হয়- ১৯৭২ সালে। বিসিবির সদর দপ্তর ঢাকা।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচিত প্রথম সভাপতি- নাজমুল হাসান পাপন।

বাংলাদেশের খেলাধূলা

আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ আইসিসির সহযোগী সদস্য দেশ নির্বাচিত হয়- ২৬ জুলাই ১৯৭৭।
- বাংলাদেশ প্রথম আইসিসি ট্রফিতে অংশগ্রহণ করে- ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম আইসিসি ট্রফিতে। প্রথম আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন রকিবুল হাসান।
- ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশের সাফল্য- বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করে। ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ কেনিয়াকে ২ উইকেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।
- ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল-এর বর্তমান চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে (নিউজিল্যান্ড)।

আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাংলাদেশ

- বিশ্বের প্রথম উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান এবং দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করার অনন্য কীর্তি গড়েন মুশফিকুর রহিম। (বিপক্ষে জিম্বাবুয়ে; ১২ নভেম্বর ২০১৮)।
- আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম প্রতিযাগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালে, ঢাকায়।
- বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো সেমিফাইনালে খেলার সুযোগ লাভ করে ৮ম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। অষ্টম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অনুষ্ঠিত হয়- ১-১৮ জুন ২০১৭, ইংল্যান্ডে।

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ

- টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও হ্যাট্রিককারী প্রথম ক্রিকেটার- সোহাগ গাজী (১৩ অক্টোবর ২০১৩, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে)।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান - তামিম ইকবাল, ১০১ (বিপক্ষ-ভারত)।
- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম যে ক্রিকেট দলকে টেষ্ট ও ওয়ানডে উভয় সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে- ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
- বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা লাভ করে ২৬ জুন ২০০০। বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের দশম সদস্য।
- টেষ্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম হ্যাটট্রিককারী বোলার অলক কাপালি (২৯ আগস্ট ২০০৩, বিপক্ষ পাকিস্তান)। উল্লেখ্য, তিনি বাংলাদেশের ২৩তম টেস্টে বিশ্বের ২৯তম বোলার হিসেবে ৩২তম হ্যাটট্রিক করেন।
- বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে প্রথম টেষ্ট সিরিজ জয় করে (১-০)।
- বাংলাদেশ বিদেশের মাটিতে প্রথম টেষ্ট জয় করে- ৯-১৩ জুলাই ২০০৯; ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।
- ২৬ জানুয়ারি ২০১২ প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে টেস্ট আম্পায়ারিংয়ে অভিষেক ঘটে- এনামুল হক মনি।
- বাংলাদেশের শততম টেস্ট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়- ১৫-১৯ মার্চ ২০১৭, শ্রীলংকার বিপক্ষে।
- টেষ্ট ক্রিকেটে এক ইনিংসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান (১২ মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত) ৬৩৮ রান।
- টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশী ডাবল সেঞ্চুরিয়ান- মুশফিকুর রহিম।

বাংলাদেশের খেলাধূলা

আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক- রুমানা আহমেদ।
- বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে ২৪ নভেম্বর ২০১১।
- বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক ওয়ানডে মাশরাফী বিন মোর্তজা এবং টেস্ট ও T20-তে সাকিব আল হাসান।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সর্বনিম্ন দলীয় স্কোর জিম্বাবুয়ের (৪৪ রান, ৩ নভেম্বর ২০০৯)।
- বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলার মর্যাদা লাভ করে ১৫ জুন ১৯৯৭।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিষেক ঘটে - ৩১ মার্চ ১৯৮৬, শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়া কাপ ক্রিকেটে।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক- গাজী আশরাফ হোসেন লিপু।
- বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করেন শাহাদাত হোসেন রাজীব (২ আগস্ট ২০০৬, বিপক্ষ-জিম্বাবুয়ে)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন রান ৫৮; বিপক্ষ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর ৬ উইকেটে ৩২৯; বিপক্ষ পাকিস্তান।
- ওয়ানডে ইতিহাসে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ দলীয় জুটি- ২২৪ (সাকিব আল হাসান (১১১) মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (৯৮)।

বাংলাদেশের খেলাধূলা

- বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ওয়ানডে ও টেস্ট ম্যাচ অভিষেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন মোস্তাফিজুর রহমান।
- প্রথম বাংলাদেশী ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসি'র কোনো বার্ষিক পুরস্কার পান (বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার) মোস্তাফিজুর রহমান।
- অভিষেকের প্রথম দুই টেস্টের তিন ইনিংসে ৫ উইকেট বা তার বেশি উইকেট পাওয়া বিশ্বের ষষ্ঠ ও বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার মেহেদী হাসান মিরাজ।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ

- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিযেক ঘটে-১৭ মে ১৯৯৯ (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সপ্তম বিশ্বকাপে)।
- সপ্তম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক, প্রশিক্ষক ও ম্যানেজার ছিলেন - যথাক্রমে আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গর্ডন গ্রিনিজ ও তানভীর মাজহার তান্না।
- সপ্তম বিশ্বকাপ ত্রিকেটে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যে যে দেশকে হারায়- স্কটল্যান্ড (২২ রানে) ও পাকিস্তানকে (৬২ রানে)।
- ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ জয় পায়- ৩টি।
- ২০১৫ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন-- মাশরাফী বিন মোর্তজা।
- ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ও একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান মাহমুদল্লাহ রিয়াদ।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো নক আউট পর্বে উত্তীর্ণ হয়- ইংল্যান্ডকে হারিয়ে।

বাংলাদেশের খেলাধূলা

T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

- T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম জয় যে দলের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
- T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পক্ষে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন প্রথম T20 বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মোহাম্মদ আশরাফুল ও পাকিস্তানের বিপক্ষে জুনায়েদ সিদ্দিকী।
- দ্বিতীয় T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যে যে দলের কাছে হারে ভারত ও আয়ারল্যান্ড।
- তৃতীয় T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যে যে দলের কাছে হারে - অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান।
- T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের অধিকারী তামিম ইকবাল; ১০৩ রান।
- ২০১৪ সালে মহিলা টি২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে। এতে অংশ নেয় ১৬টি দেশ।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।
- বাংলাদেশ প্রথম কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নেয় ১৯৭৮ সালে।
- সপ্তদশ কমনওয়েলথ গেমসে বাংলাদেশ পদক লাভ করে একটি সোনা।
- অষ্টম সাফ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ।
- অষ্টম কমনওয়েলথ গেমসে স্বর্ণপদক জয়ী বাংলাদেশী শুটার-আসিফ হোসেন খান।
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্ব অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৪ সালে।

POLL QUESTION-06

➲ বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি টেরিসট্রিয়াল চ্যানেলের নাম কি?

(a) এটিএন বাংলা

(b) একুশে টেলিভিশন

(c) আরটিভি

(d) চ্যানেল আই

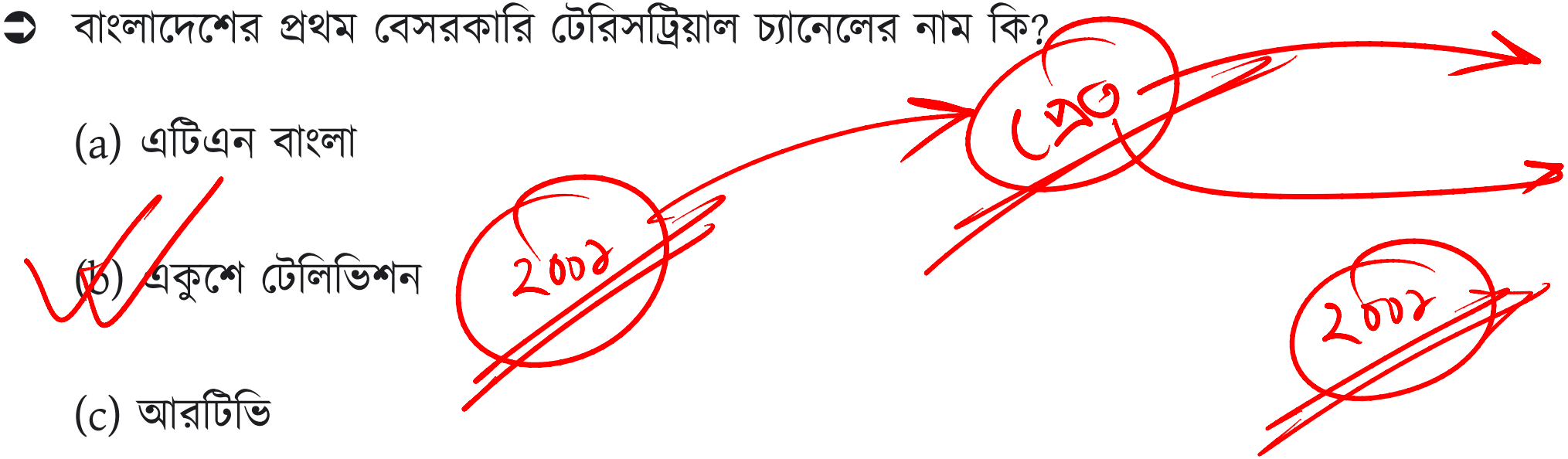

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য? [৪০তম, ২৭তম বিসিএস]
  (ক) ১৩৬তম (খ) ১৩৭তম (গ) ১৩৮তম (ঘ) ১৩৯তম

- বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইটের নাম কী? [৩৮তম বিসিএস]
  (ক) বিকন অন্বেষা (খ) ব্র্যাক অন্বেষা (গ) নোয়া ১৮ (ঘ) নোয়া ১৯

- বাংলাদেশ কোন সাল থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কাজ করছে? [৩১তম বিসিএস]
  (ক) ১৯৮২ (খ) ১৯৮৫ (গ) ১৯৭৫ (ঘ) ১৯৭৯

- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি কে? [২৭তম বিসিএস]
  (ক) বি.এ. সিদ্দিকী (খ) খাজা ওয়াসিউদ্দিন (গ) হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী (ঘ) শমসের মবিন চৌধুরী

- মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জন করার কথা কোন সময়ে? [২৭তম বিসিএস]
  (ক) ২০১০ সালে (খ) ২০১৫ সালে (গ) ২০২০ সালে (ঘ) ২০২৫ সালে

- বাংলাদেশ কোন সনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হয়? [২৬তম বিসিএস]
  (ক) ১৯৯১ (খ) ১৯৯৪ (গ) ১৯৯২ (ঘ) ১৯৯৫

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রথম প্রকাশিত হয় কত সালে? [৪২তম বিসিএস]

(ক) ২০১০ (খ) ২০১১ (গ) ২০১২ (ঘ) ২০১৫

➢ লাহোরে অনুষ্ঠিত OIC শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু কবে যোগদান করেন? [৪১তম বিসিএস]

(ক) ২০-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ (খ) ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

(গ) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ (ঘ) ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪

➢ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে? [৪১তম বিসিএস]

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) মোহাম্মদউল্লাহ

(গ) তাজউদ্দিন আহমদ (ঘ) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

➢ স্টিভ চেন ও চাড হারলির সাথে যৌথভাবে কোন বাংলাদেশি ইউটিউব (Youtube) প্রতিষ্ঠা করেন? [৪১তম বিসিএস]

(ক) জাবেদ করিম (খ) ফজলুল করিম (গ) জাওয়াদুল করিম (ঘ) মঞ্জুরুল করিম

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন? [৪১তম বিসিএস]

(ক) নওয়াব আবদুল লতিফ (খ) স্যার সৈয়দ আহমেদ

(গ) নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ (ঘ) খাজা নাজিমুদ্দিন

➢ বঙ্গবন্ধুকে কখন 'জুলিও কুরী' শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়? [৪১তম বিসিএস]

(ক) ২০ মে, ১৯৭২ (খ) ২১ মে, ১৯৭২ (গ) ২২ মে, ১৯৭২ (ঘ) ২৩ মে, ১৯৭২

➢ জাতিসংঘের 'Champion of the Earth' খেতাব প্রাপ্ত কে? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) হিলারি ক্লিনটন (খ) থেরেসা মে (গ) এঞ্জেলা মার্কেল (ঘ) শেখ হাসিনা

➢ শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কী অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন? [৩৯তম বিসিএস]

(ক) সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি (খ) Planet 50-50

(গ) এমডিজি এ্যাওয়ার্ড-২০১০ (ঘ) জাতিসংঘ শান্তি পুরস্কার

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ জামাল নজরুল ইসলাম কে? [৩৪তম বিসিএস]

(ক) ফুটবল খেলোয়াড় (খ) অর্থনীতিবিদ (গ) কবি (ঘ) বৈজ্ঞানিক

➢ আইন ও সালিশ কেন্দ্র কি ধরনের সংস্থা? [৪০তম বিসিএস]

(ক) অর্থনৈতিক (খ) মানবাধিকার (গ) ধর্মীয় (ঘ) খেলাধুলা

➢ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ক্যাডার সংখ্যা– [৩৭তম, ২৩তম, ২১তম বিসিএস]

(ক) ২৬ (খ) ২৭ (গ) ২৮ (ঘ) ৩১

➢ 'আলোকিত মানুষ চাই'– এটি কোন প্রতিষ্ঠানের শ্লোগান? [৩২তম বিসিএস]

(ক) জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র (খ) বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র (গ) সুশাসনের জন্য নাগরিক (ঘ) পাবলিক লাইব্রেরী

➢ বাংলাদেশে পরমাণু শক্তি কমিশন গঠিত হয় কোন সনে? [২৭তম বিসিএস]

(ক) ১৯৭২ (খ) ১৯৭৩ (গ) ১৯৭৫ (ঘ) ১৯৯৭

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত ‘সোমপুর বিহার’ এর প্রতিষ্ঠাতা কে? [৪২তম বিসিএস]

(ক) গোপাল (খ) ধর্মপাল (গ) মহীপাল (ঘ) বিগ্রহপাল

➢ ‘শালবন বিহার’ কোথায়? [৩৩তম বিসিএস]

(ক) গাজীপুর (খ) মধুপুর (গ) রাজবাড়ী (ঘ) কুমিল্লার ময়নামতি পাহাড়ের পাশে

➢ শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম কোন শহরে অবস্থিত? [২৬তম বিসিএস]

(ক) রাজশাহী (খ) বগুড়া (গ) কুমিল্লা (ঘ) চট্টগ্রাম

➢ ‘কান্তজীউ মন্দির’ কোন জেলায় অবস্থিত? [২৬তম বিসিএস]

(ক) জয়পুরহাট (খ) কুমিল্লা (গ) রাঙামাটি (ঘ) দিনাজপুর

➢ স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব হলেন– [৩৯তম বিসিএস]

(ক) সতীন সরকার (খ) সৈয়দ আলী আহসান (গ) সৈয়দ শামসুল হক (ঘ) শামসুর রাহমান

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ ১৯৯৪ সালে যে প্রবন্ধকার বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন- [১৭ তম বিসিএস]

(ক) হুমায়ুন আজাদ (খ) আহমদ শরীফ (গ) ওয়াকিল আহমদ (ঘ) আব্দুল মতিন খান

➢ বাংলাদেশ টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয় কত সনে? [৩৪তম বিসিএস]

(ক) ১৯৪৭ খ্রি. (খ) ১৯৫৮ খ্রি. (গ) ১৯৬৪ খ্রি. (ঘ) ১৯৬৫ খ্রি.

➢ বাংলাদেশে রঙিন টিভি সম্প্রচার কোন সনে শুরু হয়? [২৬তম বিসিএস]

(ক) ১৯৭৯ (খ) ১৯৮০ (গ) ১৯৮১ (ঘ) ১৯৮২

➢ বাসস একটি – [১১তম বিসিএস]

(ক) সংবাদ সংস্থার নাম (খ) একটি প্রেস ক্লাবের নাম

(গ) একটি খবরের কাগজের নাম (ঘ) একটি বিদেশী কোম্পানির নাম

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ টেস্ট ক্রিকেটে বাংলোদেশের পক্ষে কে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন? [৩৮তম বিসিএস]

(ক) মুশফিক (খ) তামিম (গ) সাব্বির (ঘ) লিটন দাস

➢ ক্রিকেটে বাংলাদেশ টেস্ট মর্যাদা পায়– [৩৭তম, ৩০তম, ২৫তম বিসিএস]

(ক) ১৯৯৭ সালে (খ) ১৯৯৯ সালে (গ) ২০০১ সালে (ঘ) ২০০০ সালে

➢ বাংলাদেশের পক্ষে ওয়ানডে অভিষেকে কোন ক্রিকেটার পাঁচ উইকেট পেয়েছেন? [৩৫তম বিসিএস]

(ক) সোহাগ গাজী (খ) রুবেল হোসেন (গ) তাইজুল ইসলাম (ঘ) তাসকিন আহমেদ

➢ প্রথম আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক কে ছিলেন? [২৬তম বিসিএস]

(ক) গাজী আশরাফ হোসেন লীপু (খ) আকরাম খান

(গ) আমিনুল ইসলাম বুলবুল (ঘ) শফিকুল হক হীরা

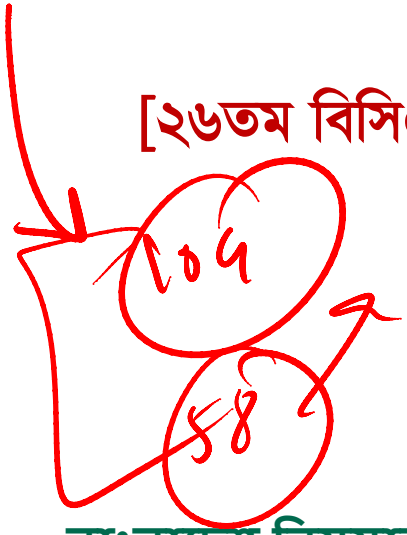

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➢ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [৪২তম বিসিএস]

(ক) ১৯৯৬ (খ) ১৯৯৮ (গ) ২০০০ (ঘ) ২০০৮

➢ প্রথম বাংলাদেশী এভারেস্ট বিজয়ী মুসা ইব্রাহীম কোন সালে মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করেন? [৩২তম বিসিএস]

(ক) ২০০৮ (খ) ২০১১ (গ) ২০০৯ (ঘ) ২০১০

➢ বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত? [৩১তম, ২২তম, ১৯তম, ১৪তম বিসিএস]

(ক) ময়নামতি (খ) সোনারগাঁ (গ) ঢাকা (ঘ) পাহাড়পুর

➢ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত সাধারণত কোথায় হয়ে থাকে? [২৬তম বিসিএস]

(ক) বায়তুল মোকাররম-ঢাকা (খ) শাহ মখদুম মসজিদ-রাজশাহী

(গ) জাতীয় ঈদগাহ-ঢাকা (ঘ) শোলাকিয়া-কিশোরগঞ্জ

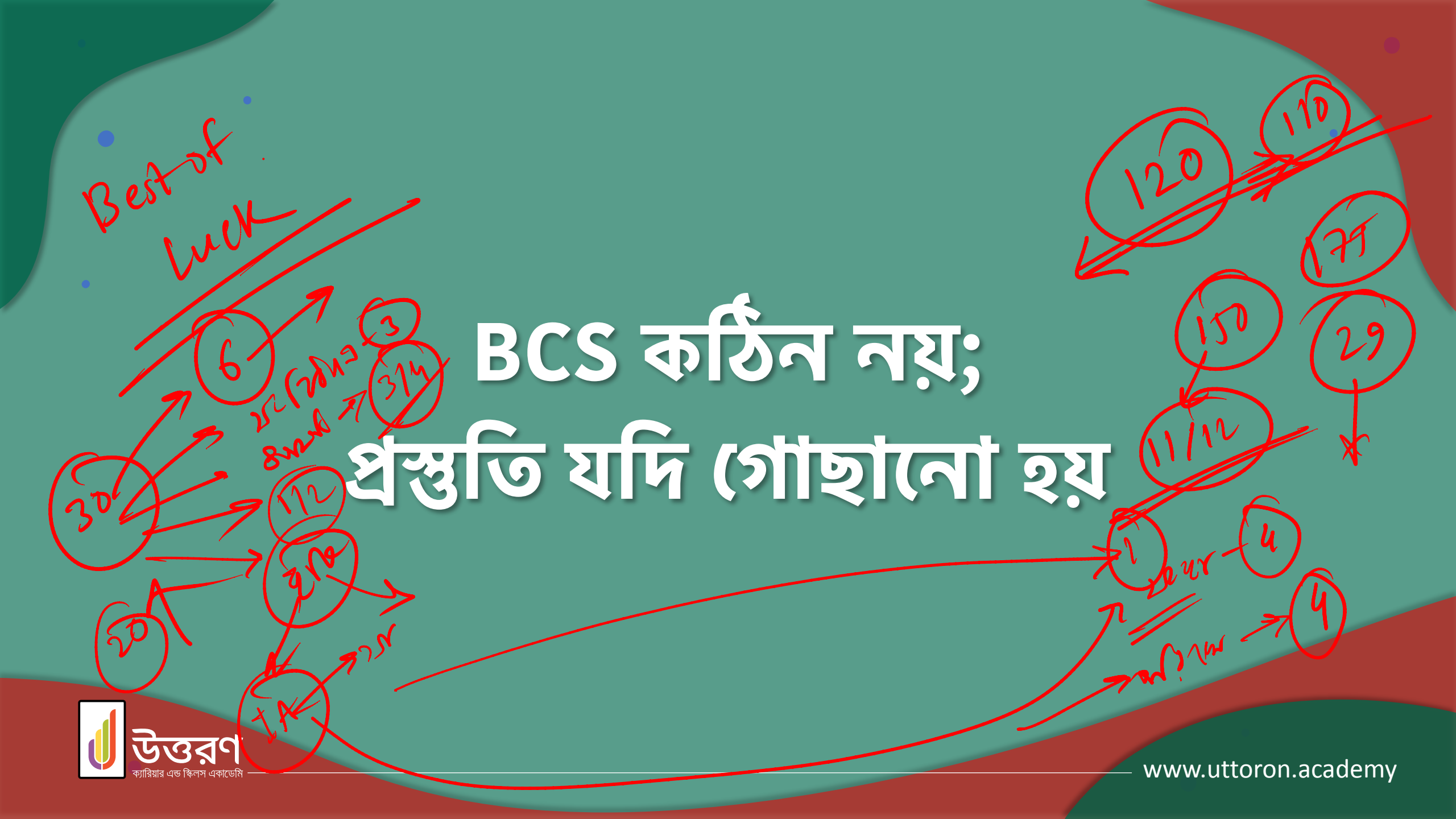

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়